মাফ হয় না; উলঙ্গ অবস্থায়ই নামায পড়িতে হইবে। শয়তান মানুষকে সাধুতার সহিতও ধোকা দিয়া থাকে, সে জন্যই অনুকরণযোগ্য আদর্শ শ্রেণীর ব্যক্তিদের উচিত সর্ব-সাধারণকে দেখাইবার জন্য সময় সময় এরূপ কার্য্য করা যাহা শরীয়ত অনুযায়ী জায়েযের গণ্ডিভুক্ত। যদিও উহা উত্তমের বিপরীত হয়। ছাহাবী জাবের (রাঃ) উল্লেখিত ঘটনায় এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

২৩৫। **হাদীছ ঃ**—মোহাম্মদ ইবনে মোনকাদের (রঃ) বলেন, আমি ছাহাবী জাবের (রাঃ)কে এক কাপড়ে নামায পড়িতে দেখিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এক কাপড়ে নামায পড়িতে দেখিয়াছি।

লম্বা চাদরে আবৃত হইয়া নামায পড়িলে চাদরের উভয় দিক দুই কাঁধের উপর পিছনের দিকে ঝুলাইয়া দিবে

অর্থাৎ—এক চাদর দ্বারা আবৃত হইয়া নামায পড়িতে হইলে যদি চাদরটি বিশেষ লম্বা না হয় তবে উহার দুই মাথা ঘাড়ের উপর দিয়া গিরা লাগাইয়া দিবে। লম্বা হইলে চাদরের ডান বাম কাঁধে ও বাম দিক ডান কাঁধে পেছনের দিকে ঝুলাইয়া দিবে, গিরা দিতে হইবে না।

২৩৬। **হাদীছ ঃ**—ওমর ইবনে আবু ছালামা (রাঃ) বলেন, আমি দেখিয়াছি উম্মুল-মোমেনীন মায়মুনা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি চাদর উভায় দিক কাঁধের উপর ঝুলাইয়া পরিধান করতঃ নামায পড়িয়াছেন।

২৩৭। **হাদীছ ঃ**— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, এক কাপড়ে নামায পড়া কিরূপ? হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমাদের প্রত্যেকের কি দুইটি কাপড় থাকে? অর্থাৎ—এক কাপড়ে নামায পড়া জায়েয না হইলে অনেকের জন্য অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। অবশ্য সামর্থ থাকিলে পূর্ণ পোশাকে নামায পড়া উচিৎ।

২৩৮। **হাদীছ ঃ**— আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি সক্ষ্য দিতেছি, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আমি এই কথা বলিতে শুনিয়াছি—যে ব্যক্তি এক কাপড়ে নামায পড়িবে অবশ্যই চাদরের ডানদিক বাম কাঁধে বামদিক ডান কাঁধে ঝুলাইয়া লইবে।

অপ্রশস্ত কাপড়ে কিরূপে নামায পড়িবে?

২৩৯। **হাদীছ ঃ**— ছায়ীদ ইবনে হারেছ বলেন, আমরা জাবের (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম এক কাপড়ে নামায পড়া যায় কি? তিনি বর্ণনা করিলেন, আমরা কোন এক জেহাদের ছফরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। রাত্রিকালে আমি নিজের কোন প্রয়োজনে হযরতের নিকট আসিলাম; দেখিলাম, তিনি নামাযে মশগুল আছেন। আমার পরিধানে একটি মাত্র কাপড় ছিল, (কাপড়টি অপ্রশস্ত ও খাট ছিল,

তাই কুঁজোর ন্যায় হইয়া কোন প্রকারে) ঐ কাপড়টি পেঁচাইয়া পূর্ণ শরীর আবৃত করিলাম এবং হযরতের এক পার্শে দাঁড়াইয়া নামাযে শরীক হইলাম। নামাযান্তে হযরত (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত রাত্রে কেন আসিয়াছ? আমি আমার প্রয়োজন ব্যক্ত করিলাম। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এভাবে কাপড় পরিয়াছিলে কেন? আরজ করিলাম, একটি মাত্র কাপড় (তাও খাট, পূর্ণ শরীর আবৃত করার জন্য বাধ্য হইয়াই এরূপ করিতে হইয়াছে)। হযরত (দঃ) বলিলেন, এক কাপড়ে নামায পড়িতে হইলে, যদি প্রশস্ত হয় তবে উহার দ্বারা পূর্ণ শরীর আবৃত করিবে, অপ্রশস্ত (খাট) হইলে উহাকে লুঙ্গির ন্যায় পরিবে।

২৪০। **হাদীছ ঃ**—ছহল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে অনেক পুরুষ এমতাবস্থায় নামায পড়িত যে, একটি মাত্র চাদর দ্বারা পূর্ণ শরীর আবৃত করিয়া চাদরের দুই মাথা ঘাড়ের উপর গিরা দিয়া রাখিত—যেমন শিশুদেরকে চাদর পরান হইয়া থাকে। (এ অবস্থায় সেজদার সময় চাদরটি শরীরের নিম্ন অংশ হইতে ফাঁক হইয় থাকার দরুন পেছনের দিকে ঝুলন্ত চাদরের তলদেশে ছতর দৃষ্টিগোচর হওয়ার আশঙ্কা থাকায়,) নামাযরত পেছনে উপবিষ্টা নারীদিগকে বলা হইত, যাবৎ পুরুষগণ সেজদা হইতে সোজা হইয়া বসিয়া না যায় তাবৎ তোমরা সেজদা হইতে মাথা উঠাইও না।

বিধর্মীদের তৈরী কাপড়ে নামায পড়া

হাছান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, অগ্নি পূজকদের তৈরী কাপড়কে দূষণীয় মনে করা হইত না, (উহার উপর নামায ইত্যাদি পড়া জায়েয আছে)।

আলী (রাঃ) নূতন কাপড় ধৌত না করিয়া উহা পরিধানে নামায পড়িয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—বিধর্মীদের তৈয়ারী কাপড় বা নূতন কাপড় কোন প্রকার নাপাকি থাকিলে বা নাপাকির লক্ষণ দৃষ্ট না হইলে উহা ধৌত না করিয়া উহাতে নামায পড়া যায়। এরূপ সাধারণ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ দেওয়া হইলে অছওয়াছা ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইবে। আর যদি উহাতে নাপাকি থাকে তবে উহা ধৌত করার শরীয়ত নির্দ্ধারিত প্রণালীতে ধোয়ার পর উহা ব্যবহার করা এবং উহাতে নামায পড়া জায়েয আছে ইয়ামন দেশের তৈরী এক প্রকার রঙ্গিন কাপড় যাহা রং করিতে প্রস্রাব ব্যবহৃত হইত; ইমাম যুহরী (রঃ) উহা পরিধান করিতেন এবং উহাতে নামাযও পড়িতেন। (কিন্তু শরীয়তী প্রণালীতে পাক করিবার পর।)

২৪১ **হাদীছ ঃ**— মুগিরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ছফরে আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, পানির পাত্র লও, আমি উহা লইলাম, রসুলুল্লাহ দঃ) নির্জন স্থানের দিকে যাইতে লাগিলেন এবং আমার অদৃশ্যে চলিয়া গেলেন। তারপর তিনি হাজত পুরা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং অজু করিতে লাগিলেন। আমি অজুর পানি ঢালিয়া দিতে ছিলাম। তাঁহার পরিধানে সিরিয়া দেশের

তৈরী একটি জুব্বা ছিল। উহার আস্তিনের মুহরী সরু ছিল, তাই উহা টানিয়া কনুই-এর উপর উঠানো সম্ভব হইল না, সে জন্য হস্তদয় ভিতর দিক হইতে টানিয় উহা হইতে বাহির করিয়া লইলেন এবং পূর্ণ অজু করিয়া পা ধোয়ার পরিবর্তে চামড়ার মোজার উপর মছেহ করিলেন, তারপর নামায পড়িলেন। হযরত (দঃ) শাম দেশের তৈরী জুব্বা পরিহিত ছিলেন; সে কালে শাম দেশের অধিবাসী অমোসলেম ছিল।

নামায এবং অন্য অবস্থায়ও উলঙ্গ হওয়া নিষিদ্ধ

২৪২। **হাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (নবুয়তের পূর্বের ঘটনা—) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কা'বা ঘর মেরামতের জন্য সকলের সঙ্গে কাঁধে বহন করিয়া পাথর আনিতে ছিলেন, তাঁহার পরনে লুঙ্গি ছিল। তাঁহার চাচা আব্বাস (সেই অন্ধকার যুগের রীতি অনুসারে) বলিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! লুঙ্গি খুলিয়া কাঁধের উপর রাখিলে পাথর আনিতে কষ্ট হইত না। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেলেন; এই ঘটনার পর তিনি সর্বদা এ বিষয়ে সতর্ক থাকিতেন।

জামা, পায়জামা, জাঙ্গিয়া বা জুব্বা পরিধানে নামায পড়া

২৪৩। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এক কাপড়ে নামায পড়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই কি দুই কাপড়ের সামর্থ রাখে? আর এক ব্যক্তি ওমর (রাঃ)কে ঐ বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, এখন আল্লাহ তায়ালা মোসলমানদিগকে সামর্থ্য দিয়াছেন, তাই তামাদের কর্তব্য সেই সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করা। প্রত্যেকের উচিত একাধিক কাপড়ে নামায পড়া। লুঙ্গি ও চাদর, ও লুঙ্গি ও জুব্বা, পায়জামা ও চাদর, পায়জামা ও জামা, পায়জামা ও জুব্বা, জাঙ্গিয়া ও জুব্বা, জাঙ্গিয়া ও (লম্বা) জামা বা জাঙ্গিয়া ও চাদর পরিধান করিয়া নামায পড়িবে।

ব্যাখ্যা ঃ—ছতর আবৃত করা পরিমাণ একটি মাত্র কাপড় পরিধানে নামায পড়া যায়, কিন্তু সামর্থ্য থাকিলে অন্তত দুইখানা কাপড়ে নামায পড়া ভাল, যেমন—ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন। একদা উবাই (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ছাহাবীদ্বয়ের মতানৈক্য হইল—উবাই (রাঃ) বলিলেন, এক কাপড়ে নামায পড়া মকরূহ নহে। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিলেন, এই মাছআলাহ ঐ সময়ের যখন একাধিক কাপড়ের সামর্থ্য মোসলমানদের ছিল না। খলীফা ওমর (রাঃ) এই মতানৈক্যের ফয়ছালা করিলেন যে, উবাই (রাঃ) মাছআলাহ ঠিকই বলিয়াছেন; তবে আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)ও ভুল বলেন নাই।

ছতর আবৃত রাখা ফরজ

২৪৪। **হাদীছ ঃ**—আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলিয়াছেন, একটি মাত্র চাদর দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া উহার এক দিক কাঁধের উপর উঠাইয় রাখা (যাহাতে ঐ পার্শ দিয়া ছতর

খোলা থাকিয়া যায়) বা একটি মাত্র কাপড় (যেমন চাদর কিম্বা জামা বা লুঙ্গি) পরিধান করতঃ দুই হাঁটু খাড়া করিয়া এইরূপে বসা যেন তলদেশ উন্মুক্ত থাকিয়া যায় এবং লজ্জাস্থানের উপর আবরণ না থাকে, রসুলুল্লাহ দঃ) এই উভয় অবস্থাকে নিষিদ্ধ (হারাম) বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—এইভাবে কাপড় পরিধান করা যাহাতে ছতর উন্মুক্ত থাকিয়া যায় বা উন্মুক্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে ইহা শরীয়তে নিষিদ্ধ। সেকালের আরবগণ উল্লিখিত দুই ধরণের কাপড় পরিত যাহাতে ছতর উন্মুক্ত হইত, সে জন্যই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিশেষভাবে ঐ দুইটি অভ্যাসের উল্লেখ করিয়াছেন!

২৪৫। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, (নবম হিজরীতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক) যখন আবু বকর (রাঃ) আমীরুল হাজ্জ নিযুক্ত হইলেন; সেই হজ্জের সময় মিনার মধ্যে কোরবাণীর দিন তিনি আমাকে এই ঘোষণা জারীর আদেশ করিলেন, কোন মোশরেক এই বৎসরের পরে আর হজ্জে শরীক হইতে পারিবে না এবং কোন ব্যক্তি উলঙ্গাবস্থায় কা'বা ঘরের তওয়াফ করিতে পারিবে না। এদিকে রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু বকরের পিছনে পিছনে আলী (রাঃ)কে পাঠাইয়া দিলেন, বিশেষভাবে এই ঘোষণা জারী করার জন্য যে, কাফেরদের সঙ্গে সন্ধির বাধ্যবাধকতা তুলিয়া লওয়া হইল * আলী (রাঃ) মিনার মধ্যে কোরবাণীর দিন এই ঘোষণাও জারী করিলেন যে, কোন মোশরেক এই বৎসরের পর হজ্জ করিতে পারিবে না এবং কেহ উলঙ্গ হইয়া কা'বা ঘরের তওয়াফ করিতে পারিবে না।

উরু (জানুর উর্দ্ধভাগ) ছতরের অন্তর্ভুক্ত কি-না?

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, জাবহাদ এবং মোহাম্মদ ইবনে জাহ্শ (রাঃ) হইতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ বর্ণিত আছে, উরু ছতরের অন্তর্ভুক্ত।

কোন কোন হাদীছ দ্বারা ধারণার সৃষ্টি হয় যে, উরু ছতরের অন্তর্ভুক্ত নয়, ইমাম বোখারী (রঃ) ঐরূপ হাদীছের ইঙ্গিত দানে বলেন যে, উল্লিখিত ছাহাবীত্রয়ের বর্ণিত হাদীছ অনুযায়ী আমল করাই অবশ্য কর্তব্য। কেননা তাহা হইলে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

২৪৬। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খয়বরের জেহাদে রওয়ানা হইলেন। খয়বরের নিকটে পৌঁছিয়া ফজরের নামায আউয়াল ওয়াক্ত অন্ধকার থাকিতেই পড়িলেন। তারপর শহরে প্রবেশ করিবার জন্য উষ্ট্রে আরোহণ করিলেন। আমি (আমার মাতার স্বামী—) আবু তালহার সঙ্গে এক উষ্ট্রে আরোহণ করিলাম। নবী (দঃ) খয়বর শহরে প্রবেশ করিয়া শহরের পথসমূহ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। (সরু রাস্তায় যানবাহনের অত্যন্ত ভীড়, যানবাহনগুলি ঘেঁষা-ঘেঁষি করিয়া চলিতেছিল,

---

* সন্ধির বাধ্য-বাধকতা তুলিয়া লওয়ার ঘোষণা জারির বিষয়টি কোরআন শরীফে ছুরা বরাআতের আরম্ভে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ ঘোষণা প্রচারের জন্য রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আলী (রাঃ)কে নিজের ব্যক্তিগত প্রতিনিধিরূপে পাঠাইয়াছিলেন।

তাই) আমার হাঁটু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উরুতে স্পর্শ করিতেছিল; এতদ্ভিন্ন কোন এক মুহূর্ত হযরতের লুঙ্গি তাঁহার উরু হইতে একটু সরিয়া গিয়াছিল, এমনকি তাঁহার উরুর শুভ্রতা আমার দৃষ্টিগোচর হইল।+

ব্যাখ্যা:— যে সমস্ত হাদীছ দ্বারা উরু ছতরের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার ধারণা জন্মিয়া থাকে তন্মধ্যে এই হাদীছখানাই অন্যতম। ইহার দুইটি বাক্যের দ্বারা ঐ ধারণার সূত্রপাত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন বাক্যের দ্বারাই উরু ছতর নয় বলিয়া প্রমাণিত বাক্যটি— ركبتى لتمس فخذ نبى الله "(ভীড়ের কারণে যানবাহনের ঘেঁষা-ঘেঁষিতে) আমার হাঁটু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উরু স্পর্শ করিতেছিল।" এখানে উরু উন্মুক্ত হওয়ার কোনই উল্লেখ নাই; পরিধেয় কাপড়ের উপর উরু স্পর্শিত হওয়াকেও এরূপ বাক্যে ব্যক্ত করা যায়, তদুপরি ইমাম বোখারী (রঃ) এই হাদীছখানাকেই ৮৬পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন—সেখানে فخذ "উরু" শব্দের স্থানে قدم "পা" শব্দ উল্লেখ হইয়াছে— ان قدمى لتمس قدم النبى "আমার পা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পা-কে স্পর্শ করিতেছিল।" সাধারণতঃ যানবাহনের ঘেঁষা-ঘেঁষিতে আরোহীদের পায়ের স্পর্শনই পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় বাক্যটি "حسر الازار عن فخذه" আরবী ভাষায় حسر শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে—"খোলা বা উন্মুক্ত করা" এবং "খুলিয়া যাওয়া বা উন্মুক্ত হওয়া"। অধিকন্তু মোসলেম শরীফে এই হাদীছখানার মধ্যেই حسر শব্দের পরিবর্তে انحسر উল্লেখ হইয়াছে; যাহার একমাত্র অর্থ হইতেছে, "খুলিয়া যাওয়া বা উন্মুক্ত হইয়া যাওয়া।" সেই অনুসারে উক্ত বাক্যের অর্থ এই হয় যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উরু হইতে লুঙ্গি সরিয়া পড়িল, উরু উন্মুক্ত হইল। ভীড়ের কারণে বা বাতাসের দরুন অনিচ্ছাকৃত এরূপ হওয়া বিচিত্র নয়, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, বস্তুতঃ উরু ছতরের অন্তর্ভুক্ত নয়।

নারীগণ কিরূপ বস্ত্রে নামায পড়িবে?

ইবনে আব্বাসের বিশিষ্ট শাগের্দ একরেমা (রঃ) বলেন, সমস্ত শরীরকে আবৃত করার মত একটি কাপড় পরিধান করিয়া নামায পড়া নারীদের জন্য জায়েয আছে।

২৪৭। **হাদীছ:**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) জমাতে ফজরের নামায পড়িতেন, মোসলমান নারীগণ প্রশস্ত চাদরে আবৃত হইয়া জমাতে উপস্থিত হইতে এবং নামাযান্তে বাড়ী ফিরিবার সময়* তাহাদেরকে চেনা যাইত না।

+ এই হাদীছখানার মধ্যে আরও অনেক বিষয়ের উল্লেখ আছে, বোখারী (রঃ) ইহাকে ৩৬ স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা এখানে শুধু এই স্থান সম্পর্কীয় অংশটুকু অনুবাদ করিলাম।

* এই রেওয়ায়েতে ৮২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, من الغلس অর্থাৎ অন্ধকার থাকার দরুন নারীদিগকে চেনা যাইত না। কিন্তু ইবনে মাজা শরীফের রেওয়ায়েতে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, ইহা বিবি আয়েশার উক্তি নহে। পক্ষান্তরে এক হাদীছে আছে যে, ফজরের নামায হযরত (দঃ) শেষ করিলে প্রত্যেকে তাহার নিকটবর্তী মানুষকে চিনিতে পারিত।

নক্সী বস্ত্রে নামায পড়িলে নক্সার প্রতি ধ্যান করিবে না

২৪৮। **হাদীছ ঃ** আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি ডোরা-শিশিষ্ট চাদর পরিধানে নামায পড়িতে ছিলেন ; হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি ঐ ডোরার প্রতি আকৃষ্ট হইল। নামাযান্তে ঐ চাদরটিকে ঘৃণিতরূপে খুলিয়া ফেলিলেন ও বলিলেন, এই চাদরটি আবু জাহ্মকে ফেরৎ দাও এবং এর বদলে তাহার এক রঙ্গের মোটা পশমী চাদরটি নিয়া আস। এই ডোরাগুলি নামাযে আমার পূর্ণ ধ্যান ও মগ্নতার প্রতিবন্ধক হইতে ছিল।

নামাযের মধ্যে আমার দৃষ্টি ঐ ডোরাগুলির উপর পতিত হয়, তাই আমার আশঙ্কা হয়, চাদরটি এইরূপে আমাকে নামাযের মগ্নতা হইতে বিরত না করিয়া ফেলে ×

ব্যাখ্যা ঃ—নামাযে আল্লার প্রতি একাগ্রচিত্তে ধ্যান ও মগ্নতা হাসিল করা একান্ত কর্তব্য যে কোন বস্তু ইহাতে প্রতিবন্ধক হয় বা সেরূপ আশঙ্কা হয় উহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ক্রুশ-চিত্রের বা অন্য কোন বিশেষ আকর্ষণীয় ছাপের কাপড় সম্পৃক্তে নামায পড়িবে না

জীবের ছবিযুক্ত কাপড় ব্যবহার করাই নিষিদ্ধ। নামায অবস্থায় উহার ব্যবহার বিশেষরূপে নিষিদ্ধ, এমনকি কোন কোন আলেম বলেন, ঐরূপ কাপড় পরিধান করিয়া নামায হইবে না।

২৪৯। **হাদীছ ঃ**— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নক্সী ছাপার একটি পর্দা ছিল যাহাকে তিনি ঘরের এক কোণে লটকাইয়া (উহার আড়ালে আসবাবপত্র রাখিতেন। একদিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইলেন, পর্দাটিকে সরাইয়া ফেল ইহার নক্সাগুলি নামাযের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

পাঠকবৃন্দ! আলোচ্য পরিচ্ছেদের শিরোনামে ইমাম বোখারী (রঃ) ক্রুশের আকৃতিকে নিষিদ্ধরূপে উল্লেখ করিয়া একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। ক্রুশের ছবি কোন জীবের ছবি নয় বলিয়া শরীয়তের সাধারণ নীতি অনুসারে কেহ ইহাকে জাহের মনে করিতে পারে সে জন্যই উহা নিষিদ্ধ হওয়া বিশেষরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ক্রুশ-চিহ্ন একটি বিধর্মীয় প্রতীক এবং উহা ব্যবহারে বিজাতীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিধর্মীয় প্রতীক ও বিজাতীয় প্রভাব অবলম্বন করিয়াই মোসলেম জাতি চরম অধঃপতনে পড়িয়াছে। এই ক্রুশের প্রতীকধারী খৃষ্টানগণ এক সময়ে স্পেন, তারাব্লস ইত্যাদি সমস্ত

× এখানে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ঐ ডোরাগুলি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একাগ্রতায় প্রতিবন্ধক হইতে পারে নাই ; রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শান ও মর্তবা দৃষ্টে উহা সম্ভবও নয়, কিন্তু সাধারণতঃ এরূপ হইয়া থাকে বলিয়া প্রিয় উম্মতকে সতর্ক করার জন্য স্বীয় কাঁধে ত্রুটির বোঝা নিয়া বুঝাইয়াছেন ; স্নেহপূর্ণ মুরব্বি এইরূপই করিয়া থাকেন।

ইউরোপ হইতে মোসলেম জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এই ক্রুশের দোহাই দিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল। এমনকি "জঙ্গে ছলীব" বা ক্রুশের যুদ্ধ নাম দিয়া তাহারা অগণিত মোসলেম নর-নারীর রক্তের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল। সে সব কাহিনী ভুলিয়া যাওয়া কোন মোসলমানের জন্য জাতীয়তাবোধের পরিচায়ক হইবে না। আজও খৃষ্টানগণ আমাদের দেশে মোসলমানদের মন-মগজে সেই নরখাদক মনহুস অশুভ ক্রুশের প্রভাব বিস্তার করার হাজার হাজার ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছে। খৃষ্টান পরিচালিত স্কুল, কলেজ ইত্যাদি শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহে আজও সেই মোসলেম হৃদয়ে বর্শাঘাতকারী ক্রুশ মাথা উঁচু করিয়া আছে। সেখানেই আমাদের সমাজের বিশিষ্ট বিশিষ্ট বাছা বাছা বালক-বালিকা হইতে যুবক-যুবতী পর্য্যন্ত লালিত-পালিত হইয়া শিক্ষা লাভ করিতেছে এবং সর্বদা তাহারা ঐ ক্রুশের মাথা উঁচু দেখিয়া প্রতিদিন উহার প্রতি ভক্তির প্রণাম দিয়া আসিতেছে। শুধু তাহাই নয় বরং এই বিষয়কে ব্যাপকভাবে মোসলেম সমাজে ঢুকাইবার জন্য শান্তি ও সাহায্যের প্রতিষ্ঠান সমূহের নাম ও প্রতীক "রেডক্রস" (Redcroos)-এর ভিতর দিয়াও ক্রুশের প্রভাব বিস্তারের ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। মোসলেম জ্ঞানীগণ ঐ বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিয়াই উহার পরিবর্তে তাঁহারা "রেডক্রিসেন্ট" (Redcresceni) নিজস্ব প্রতীক প্রচলিত করিয়াছিলেন।

প্রতিটি মোসলমানের ভিতর বিজাতীয় প্রতীকের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করা যে কিরূপ প্রয়োজন, তাহা জ্ঞানী মাত্রই উপলব্ধি করিতে পারে। বোখারী শরীফের ৮৮০ পৃষ্ঠায় একটি হাদীছে আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার ঘরে ক্রুশ-চিহ্নযুক্ত কোন বস্তু দেখিলে উহাকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিতেন।

রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়া নামায পড়া

২৫০। হাদীছ ঃ—ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে একটি রেশমী জুব্বা হাদিয়া দেওয়া হইয়াছিল (তখন রেশমী বস্ত্র ব্যবহার পুরুষের জন্য হারাম ছিল না)। তিনি উহা পরিধান করিয়া নামায পড়িলেন। কিন্তু নামায শেষে উহাকে ঘৃণিত বস্তুর ন্যায় তাড়াতাড়ি খুলিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, ইহা মোত্তাকীনদের জন্য সমীচীন নয়।

ব্যাখ্যা ঃ—রেশমী বস্ত্র পুরুষের জন্য হারাম হওয়ার ইহা প্রথম পদক্ষেপ। এরপর রসুলুল্লাহ (দঃ) পরিষ্কার বলিয়াছেন—দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র ঐ পুরুষই ব্যবহার করিতে পারে, আখেরাতে যাহার সুখ লাভের আদৌ কোন আশা নাই। "খলীফা ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) রেশমী বস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়াছেন।" (বোখারী শরীফ ৮৬৭ পৃঃ)

লাল রঙ্গের কাপড় পরিধানে নামায পড়া

২৫১। হাদীছ ঃ—আবু জোহায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি একদিন দেখিলাম, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি চামড়ার তাঁবুতে উপবিষ্ট এবং বেলাল (রাঃ)

তাঁহার অজুর পানি আনিয়াছেন, সকলেই তাঁহার অজুর ব্যবহৃত পানির প্রতি ছুটিয়া আসিয়াছে। কেহ ঐ পানির কিছু অংশ লাভ করিয়া শরীরে মলিতেছে, কেহবা উহা লাভ করিতে না পারিয়া স্বীয় সঙ্গী হইতে শুধু আর্দ্রতা গ্রহণ করিতেছে। তারপর বেলাল (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের লাঠিখানা গাড়িয়া দিলেন; নবী (দঃ) তাঁবু হইতে বাহিরে আসিলেন। তিনি এক জোড়া লাল রং-এর বস্ত্র * পরিহিত ছিলেন; তাঁহার লুঙ্গি পায়ের গিরা হইতে অনেক উপরে ছিল। নবী (দঃ) ঐ লাঠিকে সম্মুখে রাখিয়া জমাতে দুই রাকাত নামায পড়িলেন। নামাযের সময় মানুষ ও জীব জন্তু ঐ লাঠির সম্মুখ দিয়া চলাচল করিতেছিল।

ছাদের উপর বা মিম্বর ও চৌকি ইত্যাদির উপর নামায পড়া

হাসান বাছরী (রঃ) বলেন, পুলের উপর দাঁড়াইয়া নামায পড়া দুষণীয় নয়। যদিও ঐ পুলের তলদেশে বা সম্মুখভাগে নাপাক বস্তু প্রবাহিত হইতে থাকে।

আবু হোরায়রা (রাঃ) একবার জমাতে শামিল হইয়া ছাদের উপর নামায পড়িয়াছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বরফের উপর দাঁড়াইয়া নামায পড়িয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য, মাটি ভিন্ন অন্য বস্তুর উপর নামায পড়া যায়। এক হাদীছে উল্লেখ হইবে, রসুলুল্লাহ (দঃ) চাটাই-এর উপরে নামায পড়িয়াছেন।

২৫২। হাদীছ ঃ—ছাহ্‌ল ইবনে ছায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মিম্বর গাবা নামক বনের ঝাউ গাছের কাঠ দ্বারা নির্মিত ছিল। ঐ মিম্বরটি যখন তৈরী হইয়া আসিল তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) উহার উপর কেবলামুখী হইয়া দাঁড়াইলেন এবং তকবীর বলিয়া নামায আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত সকলেই তাঁহার সঙ্গে নামাযে শামিল হইল। হযরত (দঃ) ঐ মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া কেরাত পড়িলেন ও রুকু করিলেন পেছনের সকলেই রুকু করিল। তারপর তিনি রুকু হইতে উঠিয়া পশ্চাদপায়ে নামিয়া আসিলেন (কারণ মিম্বরের উপর সেজদা করা সম্ভব নয়, তাই) নীচে নামিয়া সেজদা করিলেন।

● ইমাম বোখারী (রঃ) একজন বিশিষ্ট মোহাদ্দেছের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়াছেন যে, উক্ত ঘটনায় প্রমাণিত হয়—ইমাম মোক্তাদীদের অপেক্ষা উঁচু স্থানে দাঁড়াইতে পারে।

এ সম্পর্কে সাধারণ মছআলা এই যে, এক হাত পরিমাণ উচা বা যাহাতে ইমাম সুস্পষ্টতঃ সকল হইতে উচ্চ দেখায় এরূপ উচা জায়গায় একা ইমাম দাঁড়ান বিশেষ কোন কারণ ছাড়া হইলে তাহা মাকরূহ। এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট হাদীছ আছে (শামী, ১-৬০৪)।

---

* নবীজীর বস্ত্র জোড়া প্লেন লাল ছিল না, ঘন লাল ডোরাবিশিষ্ট ছিল। অনেকের মতে প্লেন লাল বস্ত্র পরা নিষিদ্ধ। হাদীছে আছে—এক ব্যক্তি এক জোড়া লাল বস্ত্র পরিধান করিয়া চলাকালে নবী (দঃ)কে সালাম করিল। নবী (দঃ) তাহার সালামের উত্তর দিলেন না। (মেশকাত ৩৭৫)

ব্যাখ্যা ঃ—রসুলুল্লাহ (দঃ) ব্যবহারিক বস্তুকে সর্বপ্রথম নামাযের দ্বারা ব্যবহার আরম্ভ করা ভালবাসিতেন। মিম্বরটি তৈয়ার হইয়া আসিলে সেই উদ্দেশ্যে এবং নামাযের আদর্শ শিক্ষা দান উদ্দেশ্যে তিনি উহার উপর নামায পড়িয়াছিলেন। সামান্য উঠা-নামার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সদ্ভাব আমলসমূহ মিম্বরের উপর আদায় করতঃ ঐ মহৎ উদ্দেশ্যদ্বয় পূর্ণ করিলেন।

২৫৩। **হাদীছ ঃ**— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক সময় ঘোড়া হইতে পতিত হইয়া তাঁহার ডান পার্শ আঁচড়াইয়া (এবং পা মচকাইয়া) গিয়াছিল। ঐ সময় তিনি স্বীয় স্ত্রীদের প্রতি (বিভিন্ন কারণে) রাগ হইয়া এক মাস তাঁহাদের হইতে পৃথক থাকার প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলেন এবং একটি দ্বিতল কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ কক্ষের সিঁড়িটি খেজুর গাছের ছিল। একদা ছাহাবীগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য ঐ কক্ষে উপস্থিত হইলে তিনি সেখানেই সকলকে নিয়া জমাতে নামায পড়িলেন। হযরত (দঃ) বসিয়া এবং মোক্তাদিগণ দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিলেন .....

রসুলুল্লাহ (দঃ) উনত্রিশ দিন ঐ কক্ষে অবস্থান করার পর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া ঐ কক্ষ হইতে নামিয়া আসিলেন। তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল যে, আপনি এক মাস পৃথক থাকার প্রতিজ্ঞ করিয়াছিলেন ; হযরত (দঃ) বলিলেন, এই মাস উনত্রিশ দিনে হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ—এখানে প্রমাণ করা হইল যে, মাটি হইতে এত উচ্চস্থান সেখানে সিঁড়ির সাহায্যে উঠিতে হয় সেখানেও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামায পড়িয়াছেন।

চাটাইয়ের উপর নামায পড়া

জাবের (রাঃ) এবং আবু সায়ীদ (রাঃ) নৌকায় দাঁড়াইয়া নামায পড়িয়াছেন। হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, সাধ্যানুযায়ী নৌকায় দাঁড়াইয়া নামায পড়িবে। তাহা সম্ভব না হইলে বসিয়া পড়িবে এবং নৌকা কেবলামুখ হইতে ঘূর্ণমান হইয়া গেলে নামায অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণমান হইয়া কেবলামুখী থাকিবে, নতুবা নামায হইবে না।

২৫৪। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তাঁহার দাদী একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য খানা তৈয়ার করিয়া তাঁহাকে দাওয়াত করিলেন। খাওয়া শেষে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন. দাঁড়াও তোমাদের (বরকতের) জন্য (তোমাদের ঘরে) নামায পড়িব। আনাছ (রাঃ) বলেন, আমি একটি পুরাতন চাটাই আনিলাম, বহু দিন ব্যবহৃত হইয়া উহা কাল হইয়া গিয়াছিল আমি উহাকে পানি দ্বারা ধৌত করিয়া দিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) উহার উপর দাঁড়াইলেন, আমি ও আর একটি ছোট ছেলে তাঁহার পিছনে সারি বাঁধিলাম এবং আমার বৃদ্ধা দাদীও আমাদের পিছনে দাঁড়াইলেন—এইভাবে দুই রাকাত নফল নামায পড়িয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম চলিয়া গেলেন।

২৫৫। হাদীছ ঃ— মায়মূনা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম চাটাই-এর উপর নামায পড়িতেন। (২২৬নং হাদীছও এখানে উথেল্ল করা হইয়াছে।)

ফরাস ইত্যাদি বিছানার উপর নামায পড়া

২৫৬। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অনেক সময় (রসূলুল্লাহ (দঃ) শয়নের বিছানার উপর তাহাজ্জুদ নামায আরম্ভ করিতেন।) আমি হযরতের সম্মুখ ভাগে শায়িত থাকিতাম। সেইকালে ঘরে চেরাগ জ্বালাইবার কোন ব্যবস্থা ছিল না, তাই আমার পা তাঁহার সেজদাস্থানে চলিয়া যাইত; তিনি সেজদা করার সময় আমার পায়ের উপর হাত দ্বারা চাপ দিতেন। তখন আমি পা গুটাইয়া লইতাম। হযরত (দঃ) সেজদা হইতে উঠিলে আমার পা আবার লম্বা হইয়া যাইত।

২৫৭। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যেই বিছানায় তিনি এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শয়ন করিতেন—অনেক সময় হযরত (দঃ) সেই বিছানার উপর (তাহাজ্জুদ) নামায পড়িতেন। হযরতের নামায অবস্থায় আয়েশা (রাঃ) হযরতের সম্মুখে জানাযার ন্যায় আড়াআড়ি শুইয়া থাকিতেন; (হযরতের কক্ষ প্রশস্ত ছিল না। আয়েশা (রাঃ) বলেন,) অতঃপর যখন হযরত (দঃ) বেতের নামায পড়িতেন তখন তিনি আমাকে জাগাইয়া দিতেন; আমি উঠিয়া বেতের নামায পড়িতাম।

অধিক উত্তাপে (পরিহিত) বস্ত্রাংশের উপর সেজদা করা

হাসান বছরী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোসলমানগণ অত্যধিক উত্তাপের সময় পাগড়ীর কাপড়ের উপর ও টুপির উপর সেজদা করিতেন এবং আস্তিনের ভিতরে হাত প্রবেশ করাইয়া উহা মাটির উপর রাখিতেন। (সাধারণতঃ পাগড়ীর বা মোটা টুপির উপর সেজদা করা নিষেধ।)

২৫৮। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আমরা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িতাম; মাটি উত্তপ্ত হওয়ার দরুণ আমাদের অনেকে সেজদাস্থানে (পরিহিত) কাপড়ের অংশবিশেষ রাখিয়া উহার উপর সেজদা করিত।

চপ্পল পায়ে রাখিয়া নামায পড়া

অপবিত্রতার সন্দেহ না হইলে এবং পায়ের অঙ্গুলী মাটিতে লাগায় বিঘ্নের সৃষ্টি না করিলে এরূপ চপ্পল পায়ে রাখিয়া নামায পড়া জায়েয, নতুবা জায়েয নয়।

২৫৯। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কি চপ্পল পায়ে রাখিয়া নামায পড়িতেন? তিনি বলিলেন, হাঁ।

চামড়ার মোজা পায়ে রাখিয়া নামায পড়া

২৬০। হাদীছ ঃ—হাম্মান ইবনে হারেস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)কে দেখিলাম, তিনি প্রস্রাব করিলেন, তারপর অজু করিতে চামড়ার

মোজার উপর মছেহ করিলেন, তারপর নামাযে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আমি নবী (দঃ)কে এরূপ করিতে দেখিয়াছি। জরীর ইবনে আবদুল্লার এই হাদীছ সকলের নিকট অতি পছন্দনীয় ছিল, কারণ তাঁহার ইসলাম গ্রহণ অনেক বিলম্বে ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—কোরআন শরীফে ছুরা মায়েদার যে আয়াতে অজুর বর্ণনা হইয়াছে সেখানে পা ধৌত করার আদেশ রহিয়াছে, মছেহ করার উল্লেখ নাই। জরীর (রাঃ) চামড়ার মোজার উপর মছেহ করার উল্লেখ করিলে এরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকিল যে, মছেহ করার ঘটনা হয় ত ছুরা মায়েদার আয়াত নাজেল হওয়ার পূর্বে হইবে, তাই উহা মনছুখ ও রহিত। এরূপ সন্দেহে জরীর ইবনে আবদুল্লাহকে প্রশ্ন করা হইত, আপনি যে ঘটনা বর্ণনা করেন তাহা ঐ আয়াতের পূর্বে না পরে? তিনি বলিতেন, আমি মোসলমান হইয়াছি ঐ আয়াত অবতরণের বহু পরে। ইহা দ্বারা ঐ সন্দেহ খণ্ডন হইয়া যাওয়ায় এই হাদীছ-খানাকে বিশেষভাবে পছন্দ করা হইত।

কা'বা দিককে কেবলারূপে গ্রহণ করা ইসলামের জন্য অপরিহার্য্য

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণিত আছে যে, নামাযের মধ্যে সেজদার সময় এবং বসার সময় পায়ের অঙ্গুলীসমূহকে কেবলামুখী রাখিবে।

২৬১। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামায পড়িবে, আমাদের কেবলাকে কেবলারূপে গ্রহণ করিবে এবং আমাদের জবেহকৃতকে খাইবে, তাহাকে মোসলমান গণ্য করা হইবে। তাহার জন্য আল্লাহ ও রসুলের তরফ হইতে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে, সেই প্রতিশ্রুতিকে তোমরা ভঙ্গ করিও না।

২৬২। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাহ বলিয়াছেন, আমি আদেশপ্রাপ্ত হইয়াছি, বিশ্ববাসীর বিরুদ্ধে জেহাদ ও সংগ্রাম চালাইয়া যাইব যাবৎ তাহারা এই স্বীকারোক্তি না করিবে যে, এক আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই। যাহারা এই স্বীকারোক্তি করিবে, নামায পড়িবে, আমাদের কেবলামুখী হইবে এবং আমাদের জবেহকৃত খাইবে তাহাদের জান-মালের ক্ষতি সাধন আমাদের জন্য হারাম। হাঁ—শরীয়ত অনুযায়ী যদি সে কোন শাস্তির উপযোগী হয় উহা প্রবর্তন করা হইবে। আন্তরিক অবস্থার জন্য সে আল্লার নিকট দায়ী থাকিবে এবং সেই অনুসারেই তাহার হিসাব হইবে।

● আনাছ (রাঃ)কে একদা জিজ্ঞাসা করা হইল, কিসের দ্বারা জান-মালের নিরাপত্তার অধিকার লাভ হয়? তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি স্বীকার করিয়া লইবে—একমাত্র আল্লাহই মাবুদ, আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই এবং সে আমাদের কেবলামুখী হইবে, আমাদের

ন্যায় নামায পড়িবে, আমাদের জবেহকৃতকে খাইবে—তাহাকে মোসলমান গণ্য করা হইবে। সে মোসলমানের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবে, মোসলমানদের আইন-কানুনই তাহার উপর প্রবর্তিত হইবে*

যেখানেই নামায পড়া হউক কেবলামুখী হইতে হইবে

২৬৩। হাদীছ :—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হিজরত করতঃ মদীনায় আসিয়া প্রথম অবস্থায় ষোল বা সতর মাসকাল বাইতুল-মোকাদ্দসমুখী নামায পড়িলেন, কিন্তু সর্বদাই তাঁহার আকাঙ্খা ছিল, কা'বা শরীফমুখী নামায পড়া। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার আকাঙ্খাবস্থা ব্যক্ত করিয়া উহা পূর্ণ করতঃ আয়াত নাজেল করিলেন—

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ -

"আমি লক্ষ্য করিতেছি, আপনি (কা'বামুখী নামায পড়ায় আকাঙ্খিত হইয়া উহার জন্য জন্য অধীর প্রতীক্ষায়) পুনঃ পুনঃ আসমানের দিকে তাকাইতেছেন। আমি নিশ্চয় আপনার ভালবাসার কেবলামুখী হওয়ার আদেশ প্রবর্তন করিব। (এখনই করিয়া দিলাম—) আপনি মসজিদে-হারামের (তথা কা'বার) প্রতি মুখ করুন। (হে মোসলমানগণ।) তোমরা যে স্থানেই থাক স্বীয় মুখ ঐ মসজিদে-হারাম বা কা'বার প্রতি করিয়া নামায পড়িবে।" (২ পাঃ ১ রুঃ)

এই আয়াত নাযেল হইলে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কা'বা শরীফমুখী নামায পড়িতে লাগিলেন। ইহাতে ইহুদীরা মোসলমানদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ এবং অযথা প্রশ্নাবলী নিশ্চয় করিবে, তাই ভবিষ্যদ্বাণীরূপে এই আয়াতও নাযেল হইল—(২ পাঃ ১ রুঃ)

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا -
قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

"একদল জ্ঞান বুদ্ধিশূন্য লোক এরূপ প্রশ্ন করিবে যে, মোসলমানগণ কি কারণে পূর্বাবলম্বিত কেবলা (বাইতুল-মোকাদ্দস) ছাড়িয়া দিল? আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন, (এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নাই। কারণ,) একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই পূর্ব, পশ্চিম,

---

* ২২নং হাদীছখানাও এই বিষয়েই বর্ণিত হইয়াছে, সেমতে মোসলমানদের প্রতীক ও পরিচয় হিসাবে মোট পাঁচটি বিষয় হইল। (১) তৌহিদ ও রেছালতের স্বীকারোক্তি। (২) নামায। (৩) যাকাত। (৪) কা'বা শরীফকে কেবলারূপে গ্রহণ করা। (৫) মোসলমানদের জবেহ করা জীব খাওয়া।

উত্তর ও দক্ষিণ সবদিকের মালিক; (মুখ করার আদেশ একমাত্র তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী প্রবর্তিত হইবে। আল্লার আদেশাবলীর অনুগত হওয়া, ইহাই সৎপথ;) আল্লাহ যাকে চান সৎপথে পরিচালিত করেন।"

২৬৪। **হাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভ্রমণ অবস্থায় তাঁহার যানবাহন যে দিকে চলিত সে দিক হইয়াই নফল নামায পড়িতেন। (কারণ, যানবাহনের পৃষ্ঠে অন্যদিক হইয়া নামায পড়া সম্ভব নয়,) কিন্তু ফরজ নামায পড়ার সময় যানবাহন হইতে অবতরণ করতঃ নির্দিষ্ট কেবলামুখী হইয়া নামায পড়িতেন।

কেবলা নয় এমন দিকে ভুলবশতঃ নামায শুদ্ধ হইবে †

২৬৫। **হাদীছ ঃ**— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, (মদীনার নিকটবর্তী) কোবা নামক স্থানের লোকগণ (অজ্ঞাত অবস্থায় পূর্ব বিধান অনুযায়ী বাইতুল-মোকাদ্দাসের প্রতি মুখ করিয়া) ফজরের নামায পড়িতে ছিল। কোন একজন আগন্তুক তাহাদিগকে বলিল, গত রাত্রেই (শুনিয়াছি ও দেখিয়াছি—) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি কোরআনের আয়াত নাযেল হইয়াছে; যাহাতে তিনি কা'বামুখী হওয়ার জন্য আদিষ্ট হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া তাহারা কা'বামুখী ফিরিয়া গেল।

ব্যাখ্যা ঃ—ঐ ব্যক্তিগণ ফজরের নামায যে দিকে পড়িতেছিল ঐ সময় সে দিকে কেবলা ছিল না, কিন্তু অজ্ঞাতভাবে এরূপ হওয়ায় নামায পুনরারম্ভ করিতে হইল না, বরং জ্ঞাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাকী নামায কেবলার দিক হইয়া পড়িয়া নিল এবং তাঁহাদের নামায দুরস্ত হইল।

মসজিদে থুথু ইত্যাদি দেখিলে নিজেই পরিষ্কার করা

২৬৬। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইমাম হইয়া নামায পড়া অবস্থায় মসজিদের কেবলামুখী দেওয়ালে থুথু দেখিতে পাইলেন। নামাযান্তে হযরত (দঃ) মসজিদে হাজিরানদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ পূর্বক (মিম্বরের উপর) লোকদের মুখী দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, তোমাদের কেহ নামায অবস্থায় সম্মুখ দিকে থুথু ফেলিবে না; নামাযী ব্যক্তির সম্মুখ দিক আল্লার (বিশেষ রহমতের) দিক। অতঃপর হযরত (দঃ) মিম্বর হইতে অবতরণ করিয়া নিজ হাতে উহা পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

---

† ভুলবশতঃ কেবলাহীন দিকে নামায ছহীহ হয়, কিন্তু শর্ত এই যে, সঠিক কেবলা জানিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে, এমনকি যদি কেবলা নির্দ্ধারণের কোন ব্যবস্থা না হয় তবে স্বীয় বুদ্ধি-বিবেক খাটাইয়া খুব ভালভাবে চিন্তা করতঃ যে দিক কেবলা হওয়ার ধারণা প্রবল হইবে সেই দিকে নামায পড়িবে। পরে ভুল প্রকাশ হইলেও নামায দোহরাইতে হইবে না, কিন্তু চেষ্টা বা চিন্তা না করিয়া যে কোন এক দিকে নামায পড়িলে নামায ছহীহ হইবে না।

২৬৭। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মসজিদের সম্মুখ দেয়ালে থুথু বা কফ দেখিতে পাইয়া উহাকে নিজে পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

মছআলাহ ঃ—নাকের শ্লেষ্মা ও কফ ইত্যাদি কোন ঘৃণ্য বস্তু মসজিদে দেখা গেলে উহা কোন বস্তুর সাহায্যে পরিষ্কার করিবে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, অশুষ্ক কোন ঘৃণ্য বস্তুর উপর দিয়া হাটিয়া আসিলে (মসজিদে প্রবেশ করিতে) পা অবশ্যই ধুইয়া লইবে। আর যদি উহা শুষ্ক হয় যাহা পায়ে লাগিয়া থাকার সম্ভাবনা নাই সে ক্ষেত্রে পা ধোয়া আবশ্যকীয় নহে।

নামাযে থুথু ফেলার আবশ্যক হইলে

২৬৮। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) ও আবু সায়ীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মসজিদের দেওয়ালে কফ দেখিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি একটি পাথরের টুকরা হাতে নিয়া উহা ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, (নামায অবস্থায়) থুথু ও কফ ফেলা হইতে গত্যন্তর না হইলে সম্মুখ দিকে বা ডান দিকে ফেলিবে না। বাম পার্শে (যদি কোন লোক না থাকে) বা বাম পায়ের নীচে ফেলিবে।*

এই বিষয়ে আনাছ (রাঃ) বর্ণিত ১ ২নং হাদীছ বিশেষ লক্ষণীয়; নামাযে থুথু ফেলার যে নিয়ম ২৬৮নং ও ২৭০নং হাদীছে বর্ণিত আছে, উহা ছাড়া তৃতীয় আর একটি সুন্দর ব্যবস্থা উক্ত হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে যে—স্বীয় কাপড়ের কিনারায় থুথু ফেলিয়া উহা মর্দন করিয়া দিবে।

মসজিদে থুথু মাটির নীচে পুঁতিয়া না দিলে গুনাহ মাফ হইবে না+

২৬৯। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মসজিদে থুথু ফেলা গোনাহ; ঐ গোনাহ মাফ হওয়ার শর্ত উহাকে মাটিতে পুঁতিয়া দেওয়া।

২৭০। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যখন কোন ব্যক্তি নামাযে দাঁড়ায় সে যেন সম্মুখ দিকে কখনও থুথু

---

* বামদিকে বা পায়ের নীচে থুথু ফেলিবার সুযোগ একমাত্র মসজিদ ভিন্ন অন্য স্থানে বা ঐরূপ মসজিদে হইতে পারিবে যাহা আরবদেশের ন্যায় মরুভূমির গ্রামাঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে যে, উহার জমিন কেবলমাত্র মরুভূমির বালুঃ উহা পাকা-পোক্তা নয়, উহার উপর বিছানাও নাই। কেবল বালুর উপর নামায পড়া হইয়া থাকে, পূর্বকালে সাধারণতঃ মসজিদ এরূপই হইত।

+ এই মছআলার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, যে মসজিদের জামন পাকা বা বিছানাযুক্ত উহাতে থুথু ইত্যাদি ফেলা কোন মতেই জায়েয নয়। কারণ, সে ক্ষেত্রে মাটির নীচে পুঁতিয়া দেওয়া অসম্ভব। এই ক্ষেত্রে একমাত্র তৃতীয় ব্যবস্থাই অবলম্বনীয়।

না ফেলে, কেননা নামাযরত থাকাকালীন সে আল্লাহ তায়ালার নিকট মোনাজাত করিতেছে। ডান দিকেও ফেলিবে না, কারণ (নামাযের সময় বিশেষ সাহায্যকারী) ফেরেশতা ডান দিকে উপবিষ্ট থাকেন। আবশ্যক হইলে) বাম দিকে বা পায়ের নীচে ফেলিবে এবং উহাকে মাটির নীচে পুঁতিয়া দিবে।

ক্রটিগোচর মোক্তাদীদেরে নামাযান্তে সতর্ক করা ইমামের কর্তব্য

২৭১। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে নামায পড়াইলেন। তারপর মিম্বরে যাইয়া দাঁড়াইলেন এবং নামায ও রুকু-সেজদা সম্পর্কে নছীহত করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমরা রুকু-সেজদা সুন্দর ও পূর্ণরূপে করিও; নামাযের মধ্যে এবং যখন তোমরা রুকু-সেজদা কর তখন আমি তোমাদিগকে পিছন দিকে ঐরূপই দেখিতে পাই যেমন সম্মুখে থাকাকালীন দেখিতে পাই।*

কোন গোত্র-বিশেষের মসজিদ বলা যায় কি?

২৭২। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (জেহাদের যোগ্যতা অর্জনে অভ্যস্ত বা উৎসাহিত করার জন্য) ঘোড়দৌড়ের অনুষ্ঠান করিতেন। বিশেষভাবে গঠিত ঘোড়াগুলির দৌড়ের জন্য "হাফ্‌ইয়া" নামক স্থান হইতে "ছানিয়াতুল-বেদা" স্থান পর্য্যন্ত (প্রায় সাত মাইল) নির্দিষ্ট করিতেন। আর সাধারণ ঘোড়ার জন্য (তদপেক্ষা কম) ছানিয়াতুল-বেদা হইতে মসজিদে বনী-জোরাইক+ পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট করিতেন।

মসজিদে কোন বস্তু বণ্টন করা বা লোকদের জন্য খেজুর ছড়া রাখা

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশছিল, প্রত্যেক বাগান হইতে যেন গরীব-দুঃখীদের জন্য কিছু খেজুর ছড়া মসজিদে লটকাইয়া রাখা হয়।

২৭৩। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, বাহ্‌রাইন দেশ হইতে আগত বাইতুল-মালের ধন-দৌলত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে পৌঁছিলে তিনি ঐসব মালকে মসজিদের ভিতরে রাখিতে আদেশ করিলেন। উহা এত প্রচুর ছিল যে, এত প্রচুর মাল ইতিপূর্বে আর কখনও আসে নাই। তারপর রসুলুল্লাহ (দঃ) নামাযের জন্য মসজিদে আসিলেন, কিন্তু ঐ ধন-দৌলতের প্রতি ভ্রূকেপও করিলেন না। নামাযান্তে

---

* অনেক ইহার রূপক অর্থ বলিয়াছেন। অর্থাৎ জ্ঞাত হইয়া থাকি। আর অনেকে বলিয়াছেন, প্রকৃত প্রস্তাবেই হযরত (দঃ) ইচ্ছা করিলে স্বীয় চোখে পেছন দিকেও দেখিতে পাইতেন, ইহা তাঁহার খোদা প্রদত্ত বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন সাধারণতঃ কানের দ্বারা পেছনের শব্দও শুনা যায়।

+ এখানেই প্রমাণ হইল যে, কোন গোত্র বা ব্যক্তি অথবা কোন স্থান বিশেষের প্রতি নির্দিষ্ট করিয়া কোন মসজিদের নাম করা জায়েয, যেমন—বনী-জোরাইক গোত্রের বস্তির মসজিদকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যামানায় সাধারণ্যে মসজিদে বনী-জোরাইক বলা হইত।

ঐ মালের নিকট আসিয়া বসিলেন এবং যাহাকেই দেখিতে পাইলেন তাহাকেই দান করিতে লাগিলেন। এমতবস্থায় হযরতের চাচা আব্বাস (রাঃ) আসিয়া বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমাকে দান করুন; আমি বদরের যুদ্ধের ঘটনায় নিজের এবং আমার ভ্রাতাপুত্র আকীলের মুক্তিপণ পরিশোধ করিয়া একেবারে রিক্ত হস্ত হইয়া পড়িয়াছি। নবী (দঃ) বলিলেন, নিজ হস্তে ইচ্ছানুযায়ী লউন। তিনি কাপড় বিছাইয়া তন্মধ্যে অঞ্জলি ভরিয়া ভরিয়া লইলেন, তারপর উহা কাঁধে উঠাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অপারগ হইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিলেন, হয় কোনও ব্যক্তিকে আমার বোঝা উঠাইয়া দিতে বলুন অথবা আপনি নিজে উঠাইয়া দিন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তাহা হইবে না; (স্বীয় বহন-ক্ষমতা অনুযায়ী লইবেন।) তাই তিনি বোঝা কিছু কম করিয়া লইলেন এবং পুনরায় উঠাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এবারও উঠাইতে পরিলেন না; রসুলুল্লাহ (দঃ) এবারও ঐরূই বলিলেন। সুতরাং তিনি পুনরায় বোঝা কম করিলেন এবং অতি কষ্টে কাঁধে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। যে পর্য্যন্ত তিনি দৃষ্টিগোচর ছিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) মালের প্রতি তাঁহার স্পৃহা দেখিতে আশ্চর্য্যান্বিতভাবে তাঁহার প্রতি তাকাইয়া ছিলেন। আনাহ (রাঃ) বলেন, যাবৎ সেখানে একটি দেরহাম (এক সিকি) অবশিষ্ট ছিল রসুলুল্লাহ (দঃ) তথা হইতে উঠেন নাই; সমস্ত ধন সাধারণ্যে বিলাইয়া দিয়াছিলেন।

মসজিদে দাওয়াত করা এবং উহা কবুল করা

২৭৪। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (আমাকে আবু তালহা (রাঃ) হযরতের নিকট পাঠাইলেন; আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া দেখিলাম, তিনি অন্যান্য অনেকের সহিত মসজিদে রহিয়াছেন; আমি সেখানে দাঁড়াইলাম। নবী (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে আবু তালহা পাঠাইয়াছে কি? আমি বলিলাম হাঁ। জিজ্ঞাসা করিলেন, খাওয়ার জন্য? বলিলাম হাঁ। তিনি উপস্থিত সকলকে বলিলেন, সকলেই চল—এই বলিয়া তিনি রওয়ানা হইলেন। আমি (পথ প্রদর্শকরূপে) সম্মুখে চলিতে লাগিলাম।*

মসজিদে বিচার বিভাগীয় কাজ করা

২৭৫। হাদীছ ঃ—সাহ্‌ল ইবনে সায়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য পুরুষকে দেখিতে পাইলে সে কি করিবে? তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারিবে কি? (তারপর ঐ ব্যক্তির স্ত্রীর সঙ্গেই এরূপ ঘটনা ঘটিল এবং সে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট স্বীয় স্ত্রী সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করিল। অন্য সাক্ষী ছিল না, তাই

---

* এই হাদীছটি রসুলুল্লাহ (দঃ) মো'জেযা সম্পর্কীয় ঘটনায় বর্ণিত বড় একটি হাদীছের এক অংশমাত্র। পূর্ণ হাদীছটি ৫ম খণ্ডে হযরতের বিভিন্ন মো'জেযা পরিচ্ছেদে অনুদিত হইবে।

শরীয়ত মতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লেয়া'নের হুকুম দেওয়া হইল) তাহারা উভয়ে মসজিদের মধ্যে "লেয়া'ন"✿ করিল।

আবাস গৃহে নামাযের স্থান রাখা চাই

বর ইবনে আযেব (রাঃ) স্বীয় গৃহে নামাযের জন্য নির্দিষ্টকৃত স্থানে জমাতের সহিত নামায পড়িয়াছেন।

২৭৬। **হাদীছ:**—এত্‌বান ইবনে মালেক (রাঃ) যিনি বদরের জেহাদে শরীক ছিলেন একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ (দ.)। আমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আমি আমাদের মসজিদের ইমাম, কিন্তু যখন বৃষ্টি হইয়া রাস্তায় পানির স্রোত বহিতে থাকে তখন আমি মসজিদে উপস্থিত হইতে পারি না; (নিজ গৃহেই আমার নামায পড়িতে হয়।) আমার বাসনা, আপনি আমার গৃহে যাইয়া কোন একস্থানে নামায পড়িয়া আসুন; আমি ঐ স্থানটিকেই সর্বদার জন্য নামাযের স্থানরূপে নির্দিষ্ট করিয়া লইব। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করিব। এত্‌বান (রাঃ) বলেন, পরদিন একটু বেলা হওয়ার পর রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু বকর (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া আমার গৃহে তশরীফ আনিলেন এবং ঘরে প্রবেশ করিবার অনুমতি চাহিলেন। আমি তাঁহাকে সাদর আহ্বান জানাইলাম; তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়া বসিবার পূর্বেই জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ঘরের কোন্ স্থানে নামায পড়িব? আমি ঘরের এক কোণ দেখাইয়া দিলাম. তিনি তকবীর বলিয়া নামায আরম্ভ করিলেন। আমরা তাঁহার পেছনে দাঁড়াইলাম। তিনি দুই রাকাত নামায পড়িলেন। নামাযান্তে আমরা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ নাস্তার জন্য অপেক্ষা করিতে বাধ্য করিলাম। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আগমনের খবর শুনিয়া আমার বাড়ীতে বহু লোকের সমাগম হইল। আগন্তুকদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলিল, মালেক ইবনে দোখায়শেন কোথায়, সে কি এখানে উপস্থিত হয় নাই? অন্য একজন বলিয়া উঠিল, সে মোনাফেক—আল্লাহ ও আল্লার রসুলের প্রতি সে অনুরাগী নয়। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, এরূপ বলিও না। তুমি জ্ঞাত নও যে, সে একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর স্বীকারোক্তি করিয়াছে ঐ ব্যক্তি আরজ করিল, হুজুর। আমরা তাহাকে মোনাফেকদের প্রতি হিতাকাঙ্খী দেখিয়া থাকি রসুলুল্লাহ (দঃ)

✿ কাহারও প্রতি যেনার তোহ্‌মত লাগাইয়া শরীয়ত নির্দ্ধারিত প্রমাণ পেশ করিতে না পারিলে তাহাকে ৮০ বেত্রাঘাত করা হয়। কিন্তু যদি স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর প্রতি যেনার তোহ্‌মত লাগান হয় এবং স্বামী প্রমাণ দিতে না পারে সে স্থানে উভয়ে পাঁচবার করিয়া লানত তথা অভিশাপযুক্ত কসম খাইলে ঐ বেত্রাঘাত হইতে রেহাই দিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদে বাধ্য করা হয়। এই বিশেষ ব্যবস্থাকে "লেয়ান" বলে, ইহার বিস্তারিত বিবরণ কোরআন-হাদীছে এবং ফেকার কিতাবে বিদ্যমান আছে; ষষ্ঠ খণ্ডে ইনশা-আল্লাহ পাইতে পারেন।

বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লার সন্তুষ্টির জন্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর স্বীকারোক্তি করিয়াছে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর দোজখ হারাম করিয়া দিয়াছেন।

ইমাম বোখারী (রঃ) এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, কাহারও ঘরে যাইয়া বাহ্যিক পবিত্রতা দৃষ্টে বা মালিকের নির্দেশিত স্থানে নামায পড়িবে; অহেতুক সন্দেহ করিবে না।

মসজিদে প্রবেশকালে ডান পা প্রথমে রাখিবে

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মসজিদে প্রবেশকালে ডান পা প্রথমে রাখিতেন এবং বাহির হইবার সময় বাম পা প্রথমে বাহির করিতেন। (এখানে ১২৯নং হাদীছ উল্লেখ আছে।)

যে স্থানে কবর আছে তথায় নামায পড়া। এবং কাফেরদের কবর উচ্ছেদ পূর্বক সেই স্থানে মসজিদ তৈয়ার করা

এখানে দুইটি মছআলার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে—(১) কবরযুক্ত স্থানে অর্থাৎ কবরের উপর, কবরের নিকটে বা কবরমুখী দাঁড়াইয়া নামায পড়া জায়েয নয়। কারণ, কবরের তাজিম ও শ্রদ্ধা বা উহার কোন বিশেষত্বের উদ্দেশ্যে ঐ স্থানে নামায পড়িলে উহা কবর পূজারূপে গণ্য হইয়া কুফরী ও শেরেকী গোনাহ হইবে। এবং যদি কবরের তাজিম ও বিশেষত্বের প্রতি আদৌ কোন দৃষ্টি না থাকে তবুও ঐরূপ স্থানে নামায পড়া দূষণীয়। কারণ ইহাতে ইহুদী ও নাছারাদের রীতির অনুসরণ দেখা যায়। তাহাদের এই রীতি ছিল না, পীর-পয়গাম্বরদের কবরের উপর মসজিদ বানাইয়া নামাযে উহার তাজিম ও সম্মানের নিয়্যত রাখিত। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের প্রতি লা'নৎ ও অভিশাপ করিয়াছেন। তদুপরি যদিও নিজ মনে কোন প্রকার কু-নিয়্যত না থাকে তবুও ইহা দ্বারা দর্শকের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইবে। অতএব নিয়্যত ঠিক রাখিয়াও কবরের নিকটবর্তী নামায পড়া নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ কবর যদি কেবলা দিকে দৃষ্টিগোচর অবস্থায় থাকে তবে সে ক্ষেত্রে অনেক বড় গোনাহ হইবে; যদিও নামায শুদ্ধ হইবে পুনঃ পড়িতে হইবে না। একদা আনাছ (রাঃ) অজ্ঞাতে কবরের নিকটে নামায পড়িলেন। ওমর (রাঃ) তাঁহাকে কবর বলিয়া সতর্ক করিলেন, কিন্তু নামাযকে পুনঃ পড়িবার আদেশ করিলেন না।

(২) কবর উচ্ছেদ করিয়া সে স্থানে মসজিদ তৈরী করা জায়েয কি না? ইহার উত্তর এই যে, ঐ কবর যদি কাফেরদের হয় তবে এরূপ করা জায়েয। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনায় পদার্পণ করিয়া ঐরূপেই স্বীয় মসজিদ তৈয়ার করিয়াছিলেন। আর ঐ কবর যদি মোসলমানের হয় তবে ঐরূপ করা জায়েয নয়; কারণ কোন মোসলমানের কবর উচ্ছেদ করা জায়েয নয়। হাঁ—কবর যদি বহু প্রাচীন হয় যাহাতে মৃতদেহের হাড্ডি মাংস বর্তমান না থাকে, তবে সে স্থানে কবরের কোন চিহ্ন না রাখিয়া মসজিদ বানাইতে পারে এবং উহাতে নামায পড়ায় দোষ নাই

(কাওকাবুদ্‌দুররী—মাওলানা গঙ্গুহ, ১—৫৩)

২৭৭। **হাদীছ ঃ**—উম্মে হাবিব (রাঃ) এবং উম্মে ছালামাহ (রাঃ) আবিসিনিয়ার "মারিয়া" নামক গির্জা ঘর দেখিয়াছিলেন, যাহার মধ্যে বহু রকমের ছবি ছিল। তাঁহারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রোগ-শয্যায় তাঁহার নিকট উহার উল্লেখ করিলেন। নবী (দঃ) শোয়া অবস্থায়ই মাথা উঠাইয়া বলিলেন, ইহুদী ও নাছারাদের রীতি ছিল, তাহাদের কোন নেক্কার পরহেজগার ব্যক্তি মারা গেলে তাহার কবরের উপর মসজিদ তৈয়ার করিয়া উহাতে ঐরূপ নেক্কার আওলিয়া-দরবেশ, পীর-পয়গাম্বরগণের ছবি রাখিয়া দিত। এ সমস্ত অপকর্মকারী কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার নিকট জঘন্য পাপী বলিয়া পরিগণিত হইবে।

২৭৮। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগকালীন যখন মৃত্যু-যাতনায় অস্থির ছিলেন সেই মুহূর্তে বলিয়াছেন, ইহুদী ও নাছারাদের উপর আল্লার লা'নৎ বর্ষিত হউক; তাহারা পয়গাম্বরগণের কবরকে মসজিদ (সেজদার স্থান) রূপে ব্যবহার করিয়াছে। এই বলিয়া হযরত (দঃ) স্বীয় উম্মতকে ঐরূপ অপকর্ম হইতে সতর্ক করিয়াছিলেন। (৬২ পৃঃ)

২৭৯। **হাদীছ ঃ**— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অভিশাপ ও বদ-দোয়া করতঃ বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদিগকে ধ্বংস করুন; তাহারা পয়গাম্বরগণের কবরকে মসজিদে পরিণত করিয়াছিল। (৬১ পৃঃ)

২৮০। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা স্বীয় আবাস গৃহে (নফল) নামায (ইত্যাদি) পড়িও; (আল্লার জেকরের দ্বারা গৃহ আবাদ থাকিবে;) গৃহকে কবরস্থানে পরিণত করিও না।

ব্যাখ্যা ঃ—উক্ত বাক্যের আসল উদ্দেশ্য এই যে, যে গৃহে নামায ইত্যাদি আল্লার জেকর নাই, সেই গৃহবাসী মৃত এবং সেই গৃহ কবরস্থান তুল্য। তাই তোমরা স্বীয় আবাস গৃহকে আল্লার জেকর হইতে খালি রাখিয়া কবরস্থানে পরিণত করিও না। বাহ্য দৃষ্টিতে এই বাক্যের অর্থে ইহাও অন্তর্ভুক্ত আছে যে, আবাস গৃহে মৃতদেহ দাফন করিও না, কারণ পূর্বে বলা হইয়াছে, আবাস গৃহে নামায পড়িও; অথচ কবরযুক্ত স্থানে নামায পড়া নিষিদ্ধ। (৬২ পৃঃ)

২৮১। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হিজরত করতঃ মদীনায় অবস্থান করিয়া প্রথমে "বনু আমের ইবনে আউফ" নামক গোত্রের বস্তিতে চৌদ্দ দিন অতিবাহিত করিলেন। তারপর তাঁহার পিতামহের মাতুল বংশ—বনী নাজ্জার বংশীয় লোকদিগকে তিনি খবর দিলে পর (তাহারা তাঁহাকে জাকজমক পূর্ণ পরিবেশে অভ্যর্থনা করিয়া নেওয়ার জন্য) প্রত্যেকে নিজ নিজ স্কন্ধে তলওয়ার লটকাইয়া হাজির হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু বকর (রাঃ)কে পেছনে বসাইয়া উষ্ট্রে আরোহণ পূর্বক আসিতেছিলেন এবং বনী-নাজ্জার গোত্রীয় লোকগণ তাঁহার চতুষ্পার্শে ছিল। এইভাবে পথ চলিয়া আসিয়া (মদীনা শহরে) আবু আইউব আনছারী (রাঃ) ছাহাবীর বাড়ীর নিকটবর্তী

হইলে হযরতের যানবাহন উটটি বসিয়া পড়িল। (অবশেষে তথায়ই তিনি অবস্থান করিলেন এবং তথায়ই তাঁহার আবাস গৃহ তৈরীর ব্যবস্থ হইল।)

রসুলুল্লাহ (দঃ) সাধারণতঃ যেখানে নামাযের ওয়াক্ত হইত সেখানেই নামায পড়িয়া লইতেন, এমনকি বকরী রাখার স্থানেও নামায পড়িতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। কিন্তু মদীনায় যখন বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়া গেল তখন তিনি সেখানে মসজিদ তৈরীর আদেশ দিলেন। বনী-নাজ্জার বংশীয় একদল লোককে ডাকাইয়া বলিলেন, তোমাদের এই বাগানটি আমার নিকট বিক্রয় কর, তাহারা বিশেষ আগ্রহের সহিত আরজ করিল, আমরা ইহা বিক্রি করিব না, বরং দান করিয়া আল্লার নিকট ইহার মূল্যপ্রাপ্ত হইব। (অবশেষে তিনি উহা মূল্য দিয়াই ক্রয় করিলেন।) আনাছ (রাঃ) বলেন, ঐ বাগানের মধ্যে ছিল—মোশরেকদের কতকগুলি (পুরানা কবর, পুরাতন ঘর বাড়ীর ভাঙ্গা-চুরা অবশিষ্ট এবং খেজুর গাছ। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশানুযায়ী ঐ কবরগুলি উচ্ছেদ করা হইল, ভাঙ্গা-চুরা সমতল করা হইল এবং খেজুরের গাছগুলি কাটিয়া মসজিদের আবরণ ও বেষ্টনী রূপে কেবলার দিকে সারিবদ্ধভাবে গাড়িয়া দেওয়া হইল। মসজিদের দরওয়াজার চৌকাঠ পাথরের তৈয়ার করা হইল। সকলেই মসজিদ তৈরীর জন্য পাথর আনিতেছিল এবং আনন্দ-মুখে এই তারানা গাহিতেছিল—

اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَهْ ـ فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ .

"হে খোদা! পরকালের জেন্দেগীই একমাত্র জেন্দেগী; ঐ জেন্দেগীর সুখ-শান্তির ব্যবস্থা স্বরূপ সমস্ত আনছার ও মোহাজেরদের গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া দাও।"

বকরী, উট (ইত্যাদি) জন্তুর নিকটবর্তী নামায পড়া

২৮২। **হাদীছ ঃ**—নাফে' নামক বিশিষ্ট তাবেয়ী বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ইবনে ওমর (রাঃ)কে দেখিলাম, তিনি স্বীয় উটকে (ছোতরা স্বরূপ) সম্মুখে বসাইয়া নামায পড়িলেন এবং বলিলেন—আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এরূপ করিতে দেখিয়াছি।

(২৮১নং হাদীছে উল্লেখ আছে, নবী (দঃ) বকরী রাখার স্থানে নামায পড়িতেন।)

ব্যাখ্যা ঃ—নামাযে "খুশু খুজু" অর্থাৎ নিবেদিত আত্মার সহিত আল্লার প্রতি পূর্ণ একাগ্রতা আবশ্যক, তাই এমন পরিবেশে নামায আরম্ভ করা কর্তব্য যে স্থানে পূর্ণ একাগ্রতা হাসিলে বিঘ্নের সৃষ্টি না হয়। সে অনুযায়ী কোন কোন হাদীছে আছে, "বকরী রাখার স্থানে নামায পড়িও না"। অর্থাৎ বকরী ছোট জন্তু; উহার প্রতি কোন প্রকার ভয়-ভীতির কারণ নাই, উহার নড়াচড়ায় নামাযী ব্যক্তির ধ্যান ঐ দিকে ধাবিত হইবে না। কিন্তু উষ্ট্র অতি বিরাট জন্তু, অনেক সময় কামড় দেয়, অনেক সময় লাথি মারে; তাই উহার নড়াচড়ায় নামাযী ব্যক্তি সন্ত্রস্ত হইবে এবং তাহার একাগ্রতা নষ্ট হইবে—সে জন্য

এই পার্থক্য করা হইয়াছে এবং অনাবশ্যকে বড় জন্তুর নিকটবর্তী নামায আরম্ভ করা হইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

ইমাম বোখারী (রঃ) বুঝাইতে চাহেন যে, উষ্ট্রের নিকটবর্তী নামায নিষিদ্ধ হওয়ার অন্য কোন বিশেষত্ব নাই, আসল কারণ হইল একাগ্রতা হাসিল করিতে বাধার সৃষ্টি হওয়া। অতএব যদি কোন স্থানবিশেষে সেই ভয় না হয় তবে উষ্ট্রের নিকটবর্তীও নামায পড়া নিষিদ্ধ নয়। যেমন—কাহারও পালা-পোষা স্বীয় ব্যবহারের উষ্ট্র উহার প্রতি কোন প্রকার ভয়-ভীতির আশঙ্কা নাই, তাই উহার নিকটবর্তী নামায পড়া জায়েয।

আল্লার গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থান এড়াইয়া নামায পড়িবে

আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বাবেল এলাকার বস্তীতে নামায পড়া মকরূহ বলিতেন; ঐ এলাকার অধিবাসীকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বসাইয়া দিয়াছিলেন।

২৮৩। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, (তবুকের জেহাদে যাইবার পথে "হেজর" নামক বস্তী—যেখানে ছামুদ বংশীয় কাফেরদিগকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করিয়াছিলেন, উহার নিকটবর্তী হইলে পর) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় সঙ্গীদিগকে বলিলেন—ধ্বংসপ্রাপ্ত স্বৈরাচারী লোকদের বস্তীর ভিতর (আল্লার আজাবকে স্মরণ করতঃ ও) ক্রন্দনরত অবস্থায় প্রবেশ করিবে। (এমন স্থানের নিকটবর্তী হইয়াও) যদি ক্রন্দনের সৃষ্টি না হয় তবে (এরূপ কঠিন হৃদয় লইয়া) ঐ স্থানে প্রবেশ করিবে না। নচেৎ আশঙ্কা আছে—তোমাদের উপরও সেইরূপ আজাব আসিয়া পড়িতে পারে যাহা ঐ বস্তীবাসীদের উপর আসিয়াছিল।

আশ্রয়হীন নারীকে মসজিদে আশ্রয় দেওয়া যায়

২৮৪। হাদীছঃ— আয়েশা রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে. আরবদেশেই কোন গোত্রে জনৈকা হাবসী ক্রীতদাসী ছিল। তাহারা উহাকে আজাদ করিয়া দিলেও সে তাহাদের সঙ্গেই থাকিত। একদা তাহাদের একটি অলঙ্কার পরিহিতা মেয়ে বাহিরে চলাফেরা কালে তাহার অলঙ্কারটি খসিয়া পড়িয়া গেল বা সে নিজেই কোথাও খুলিয়া রাখিল। এদিকে হঠাৎ একটি চিল আসিয়া ঐ অলঙ্কারটিকে মাংস খণ্ড ভরিয়া ছো মারিয়া লইয়া গেল। ঐ ক্রীতদাসীর বর্ণনা যে—তারপর উহার অনুসন্ধান হইল, কিন্তু কোথাও কোন খোঁজ না পাইয়া তাহারা আমাকেই দোষী মনে করিয়া তল্লাশী লইল, এমনকি আমার লজ্জাস্থানে পর্য্যন্ত অনুসন্ধান চালাইল। আমি তাহাদের সঙ্গেই ছিলাম, হঠাৎ ঐ চিল অলঙ্কারটিকে আমাদের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। তখন আমি বলিলাম, তোমরা আমাকে যে বস্তুর জন্য সন্দেহ করিতেছিলে এই দেখ সেই বস্তু। এই ঘটনায় ঐ ক্রীতদাসী তাহাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়া সে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে চলিয়া আসিল এবং ইসলাম গ্রহণ করিল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, মসজিদের ভিতর একটি তাঁবুর ন্যায় করিয়া

উহাতে তাহাকে আশ্রয় দেওয়া হইল। সে যখনই আমার নিকট আসিত কথাবার্তার মধ্যে এই ছন্দটি বলিত—

ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا . ولكنها من دارة الكفر نجت .

"অলঙ্কার হারাইবার ঘটনা আল্লার কুদরতের একটি আশ্চর্য্যজনক লীলা। উহার অছিলায়ই আমি কুফরস্থান হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি।" সর্বদা তাহার মুখে এই বাক্য শুনিয়া আমি একদিন এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে সে পূর্ণ ঘটনাটি আমার নিকট ব্যক্ত করিল।

প্রয়োজনে পুরুষ মসজিদে নিদ্রা যাইতে পারে

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীদের মধ্যে একদল নিরুপায় নিরাশ্রয় সর্বহারা লোক ছিলেন। নিজস্ব বলিতে তাঁহাদের কিছুই ছিল না; তাঁহাদিগকে আছহাবে ছোফ্‌ফা বলা হইত। ছোফ্‌ফা অর্থ চবুতরা (বারান্দা)। তাঁহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের চবুতরায় দিবারাত্র কাটাইতেন এবং এলেম শিক্ষায় রত থাকিতেন।

২৮৫। **হাদীছ:**—আবু হোরায়রা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি সত্তরজন আছহাবে-ছোফ্‌ফাকে এরূপ দরিদ্রাবস্থায় দেখিয়াছি যে, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও পরিধানে দুইটি কাপড় ছিল না। প্রত্যেকেই শুধু একটি লুঙ্গি পরিহিত বা একটি কম্বল দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃতাবস্থায় থাকিতেন। ঐ কম্বল কাহারও শুধু হাঁটুর নীচে, কাহারও পায়ের গিরার নিকটবর্তী হইত এবং কম্বল ছোট হওয়ায় উহার উভয় কিনারা হাতে ধরিয়া রাখিতে হইত যেন ছতর খুলিয়া না যায়।

২৮৬। **হাদীছ:**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) যৌবন বয়সেও যখন তাঁহার নিজস্ব ঘর-বাড়ী ছিল না, বিবাহও করেন নাই—তিনি রসুলুল্লার (দ:) মসজিদে ঘুমাইতেন।

২৮৭। **হাদীছ:**—সাহল ইবনে সায়াদ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কন্যা ফাতেমার গৃহে আসিলেন; জামাতা আলী (রা:)কে না পাইয়া কোথায় গিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। ফাতেমা উত্তর করিলেন, আমার সঙ্গে তাঁহার কথা কাটাকাটি হওয়ায় রাগান্বিত হইয়া আমার নিকট কিছু না বলিয়াই তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। রসুলুল্লাহ (দ:) এক ব্যক্তিকে আদেশ করিলেন, আলী কোথায় গিয়াছে তালাশ কর। সে খোঁজ করিয়া আসিয়া আরজ করিল, তিনি মসজিদে শুইয়া আছেন; রসুলুল্লাহ (দ:) মসজিদে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার শরীরের এক অংশ খালি মাটির উপর রহিয়াছে। মাটি মাখা অবস্থায় তিনি নিদ্রামগ্ন আছেন। রসুলুল্লাহ (দ:) স্বীয় হস্তে তাহার শরীর ঝাড়িয়া বলিলেন, উঠ হে—আবু তোরাব। ("আবু তোরাব" অর্থ মাটি-মাখা। রসুলুল্লাহ (দ:) তাহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া স্নেহভরে এরূপ সম্বোধন করিলেন।)

বিদেশ হইতে বাড়ী ফিরিয়া সর্বপ্রথম নামায পড়া

কা'য়াব ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখনই কোন সফর হইতে বাড়ী আসিতেন সর্বপ্রথম মসজিদে উপস্থিত হইয়া নামায পড়িতেন।

২৮৮। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এক সফরে ছিলাম; তিনি আমার এক দিন পরে বাড়ী পৌঁছিলেন। এবং প্রথমে মসজিদে আসিলেন।) আমি বেলা পূর্বাহ্নে হযরতের নিকট উপস্থিত হইলাম; তিনি মসজিদেই ছিলেন। তিনি আমাকে দুই রাকাত নামায পড়ার আদেশ করিলেন। তাঁহার নিকট আমার একটি উটের মূল্য পাওনা ছিল, তিনি সেই আসল পাওনা প্রদান করিয়া আরও বেশী দিলেন।

মসজিদে বসিবার পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়িবে*

২৮৯। হাদীছ ঃ—আবু কাতাদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে কেহ মসজিদে প্রবেশ করিবে, বসিবার পূর্বে সর্বপ্রথম দুই রাকাত নামায পড়িয়া লইবে।

মসজিদের ভিতর অজু ভঙ্গ করা দূষণীয়

২৯০। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—নামাযী ব্যক্তি তাহার নামায স্থানে বসিয়া থাকাকালীন ফেরেশতাগণ তাহার জন্য এই বলিয়া দোয়া করিতে থাকেন—হে আল্লাহ! তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দাও, তাহার উপর রহমত নাযেল কর—যাবৎ না সে মসজিদে অজু ভঙ্গ করে।

মসজিদ তৈরী কিরূপ হওয়া ভাল

আবু সায়ীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের ছাদ খেজুর গাছের পাতায় তৈরী ছিল। খলীফা ওমর (রাঃ) মসজিদে নববীকে প্রশস্ত করার আদেশ দিলেন। (মসজিদে সঙ্কুলান হয় না লোকেরা বাহিরে দাঁড়াইয়া রোদ-বৃষ্টিতে কষ্ট পায়, তাই) তিনি বলিলেন, লোকদিগকে বৃষ্টি ইত্যাদি হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা করিয়া দাও। খবরদার! লাল, হলুদ ইত্যাদি রঙ্গীন নক্সা করিও না; উহাতে নামাযীদের মন আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের মগ্নতা ও একাগ্রতা নষ্ট হইবে।

আনাছ (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—আমার উম্মতের উপর এমন এক যমানা আসিবে যে, তাহারা পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক ভাবে (বড় বড়, সুন্দর সুন্দর) মসজিদ তৈরী করিবে, কিন্তু ঐ মসজিদসমূহ অতি সামান্যই আবাদ হইবে।

---

* এই নামাযকে তাহিয়্যাতুল-মসজিদ বলা হয়। এই নামাজ মসজিদে যাইয়া বসিবার পূর্বে পড়িতে হয়, নতুবা ছওয়াব কম হইবে। অনেকে মসজিদে যাইয়া প্রথমে বসিয়া নেয়—ইহা ভুল।

অর্থাৎ—মসজিদ আবাদ হয় নামায ও আল্লার জেকরের দ্বারা। কেয়ামতের নিকটবর্তী মোসলমান সম্প্রদায় শুধু বাহ্যিক চাকচিক্যে মত্ত হইবে—তাহাদের মসজিদসমূহ সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইবে, কিন্তু নামাযীর সংখ্যা অতি নগণ্য হইতে থাকিবে। মোসলমানদের এই দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, হে মুসলমানগণ! তোমরাও মসজিদসমূহের শুধু বাহ্যিক চাকচিক্যে মত্ত হইবে যেমন ইহুদী, নাছারাগণ করিত।"

২৯১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় তাঁহার মসজিদ পাথর দ্বারা দেওয়াল ও খেজুরের ডালা দ্বারা ছাদ তৈরী ছিল এবং খেজুর গাছ দ্বারা উহার খুঁটি দেওয়া হইয়াছিল। (প্রথম দফায় খলীফা) ওমর (রাঃ) উহাকে সম্প্রসারণ করিয়াছেন, কিন্তু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগের ন্যায় পাথর, খেজুর পাতা ও খেজুরের গাছ দ্বারাই তৈরী করিয়াছিলেন। (তৃতীয় খলীফা) ওসমান (রাঃ) উহাকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করেন এবং উহার দেওয়াল নক্সা করা পাথর দ্বারা চুণা ও শুরকির গাঁথনীর সাহায্যে তৈয়ার করেন এবং থামগুলিও নক্সী পাথর দ্বারা করেন এবং ছাদের মধ্যে শাল কাঠ লাগাইয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—মসজিদকে চিত্রাঙ্কিত নক্সী ও রঙ্গিন না করিয়া সাদা-সিদাভাবে তৈরী করা আবশ্যক। বিশেষতঃ সম্মুখ দেওয়ালে চিত্তাকর্ষক নক্সা-নমুনা করা চাই না; ইহাতে নামাযী ব্যক্তির ধ্যান ঐ সবের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। হাঁ, আড়ম্বরহীন সাদা-সিদাভাবে পাকা-পোক্তা ও মজবুত করা বিশেষতঃ বর্তমান যমানায় দুষণীয় নহে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যামানায় মসজিদ খেজুর গাছের ও উহার পাতায় তৈরী ছিল বটে, কিন্তু সেই যমানায় মানুষের আবাস গৃহ সাধারণতঃ এর চেয়েও নিম্নস্তরের হইত। বর্তমান যমানায় যখন সাধারণ মানুষের আবাস গৃহও খেজুর গাছের নয়, অগণিত আলীশান ইমারতে পরিপূর্ণ; এই অবস্থায় মসজিদকে নিম্নস্তরের বানাইলে উহার মর্য্যাদাহানি হইবে। বোখারী শরীফের শরাহ ফতহুলবারী নামক কিতাবে একজন প্রসিদ্ধ আলেমের ফৎওয়া উদ্ধৃত হইয়াছে—

لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها فاحب ان يصنع ذلك بالمساجد صونا لها عن الاستهانة ـ

"যেহেতু মানুষের আবাস গৃহ জাকজমকপূর্ণ আলীশান হইয়াছে, তাই মসজিদসমূহ সেই তুলনায় তৈরী হওয়াই বাঞ্ছনীয়; যেন মসজিদের মর্য্যাদাহানি না হয়।"

তৃতীয় খলীফা ওসমান (রাঃ) এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের রূপকে পরিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মসজিদ তৈরী করিতে সহযোগিতা ও সাহায্য গ্রহণ করা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—(১০ পারা ৯ রুকু)

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللّٰهِ -

অর্থাৎ—"মোশরেকরা আল্লার ঘরসমূহকে আবাদ করার সুযোগ পাইতে পারে না।" এই আয়াত উদ্ধৃতির উদ্দেশ্য, মসজিদ তৈরীতে কাফেরের সাহায্য গ্রহণ করিবে না। মসজিদ তৈরীতে কাফেরের সাহায্য গ্রহণ জায়েয নহে। (ফয়জুল-বারী ২—৫২)

২৯২। **হাদীছ ঃ**—আবু সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (রসুলুল্লার (দঃ) মসজিদ তৈরীর সময়) আমরা এক একটি ইট আনিতেছিলাম, আম্মার (রাঃ) দুই দুইটি ইট আনিতে ছিলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে দেখিয়া স্নেহভরে তাঁহার গায়ের মাটি ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ বলিলেন, পরিতাপের বিষয়—বিদ্রোহী দলের লোক আম্মারকে হত্যা করিবে; সে তাহাদেরে আহ্বান করিবে বেহেশতের দিকে; আর তাহারা তাঁহাকে আহ্বান করিবে দোযখের দিকে। আম্মার (রাঃ) ইহা শুনিয়া এই দোয়া করিতে লাগিলেন, "আমি পথভ্রষ্টতা হইতে আল্লার সাহায্য প্রার্থনা করি।" অর্থাৎ—আমি আল্লার নিকট আশ্রয় চাই, আমার যেন আত্মিক পরিবর্তন না ঘটে; বিপদের কারণে যেন আমি ভ্রষ্টতায় পতিত না হই।

ব্যাখ্যা ঃ—আলী (রাঃ) ও মোয়াবিয়া (রাঃ) উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক মতবিরোধ ছিল। কিন্তু ইহার বহু পূর্বেই ইহুদীদের ষড়যন্ত্রে একটি সুসঙ্গবদ্ধ মোনাফেক দল রাফেজী ফের্কা নামের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং গা-ঢাকা দিয়া মোসলমানদের মধ্যে শামিল ছিল। অতঃপর ষড়যন্ত্র মূলকভাবে মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে মোসলেম জাতির সুপ্রতিষ্ঠিত শাসনকর্তা খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিতে তাহারা প্রয়াস পাইয়াছিল। সেই বিদ্রোহী দলের সক্রিয় ষড়যন্ত্রেই তৃতীয় খলীফা ওসমান (রাঃ) শহীদ হন। এই বিদ্রোহী দলের মূল—মোনাফেকদের সুপরিকল্পিত গোপন ষড়যন্ত্রে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সমর্থক এবং আয়েশা (রাঃ), তাল্‌হা (রাঃ) ও যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সমর্থকদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী "জামালের যুদ্ধ" অনুষ্ঠিত হয়, যাহাতে উভয় পক্ষে দশ হাজার লোক শহীদ হয়। অতঃপর এই বিদ্রোহী দলটাই আলী (রাঃ) এবং মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত করে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে "সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ" সংঘটিত হয়। আলোচ্য আম্মার (রাঃ) সব সময়ই আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষে ছিলেন; তিনি সেই সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে শহীদ হন। আম্মার (রাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীতে রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহাও বলিয়াছিলেন—

يَا عَمَّارُ لَا يَقْتُلُكَ اَصْحَابِىْ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

"হে আম্মার। আমার ছাহাবী দল তোমাকে হত্যা করিবে না; তোমাকে হত্যা করিবে বিদ্রোহী দলের লোক" (মোসনাদে-বজ্জার হইতে "ওফাউল-উফা")।

এই তথ্য দৃষ্টে মনে হয়, ঐ মোনাফেকদের সৃষ্ট বিদ্রোহী দলের লোক পরিকল্পিত গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে আলী (রাঃ) ও মোয়াবিয়া (রাঃ) তাঁহাদের উভয়ের দলেই গা-ঢাকা দিয়া পঞ্চম বাহিনীরূপে শামিল থাকে এবং মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষকে লোক-চোখে দোষী করার উদ্দেশ্যে আম্মার (রাঃ)কে শহীদ করে। কিম্বা তাহারা বাহ্যতঃ ছিল আলীর (রাঃ) পক্ষেই যে পক্ষে আম্মার (রাঃ)ও ছিলেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা আলী ও মোয়াবিয়া (রাঃ) উভয়ের কাহারও পক্ষে ছিল না; তাহারা ছিল পঞ্চম বাহিনী দল। তাহারা সুযোগপ্রাপ্তে আলী ও মোয়াবিয়া উভয় পক্ষের মোসলমানকেই হত্যা করিতেছিল—যেরূপ তাহারা জামাল যুদ্ধে করিয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে প্রমাণ রহিয়াছে। তাহাদেরই কোন লোকের হাতে আম্মার (রাঃ) শহীদ হন। এইভাবে আম্মার (রাঃ) সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে বিদ্রোহী দল তথা মোনাফেকদের সৃষ্ট গোপন ষড়যন্ত্রকারী বিদ্রোহী দলের কোন সদস্যের হাতে নিহত হন এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আলোচ্য ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়।

মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং তাঁহার প্রকৃত সমর্থক পক্ষ যে, আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত "বিদ্রোহী দল"-এর উদ্দেশ্য নহে, তাহা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উল্লিখিত উক্তিতেই প্রকাশিত হয়। কারণ, মোয়াবিয়া (রাঃ) নিশ্চয় ছাহাবী—অহী লিখক বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন।

আম্মার (রাঃ) শহীদ হওয়ার ঘটনা ঘটিলে স্বয়ং মোয়াবিয়া (রাঃ) এই তথ্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন যে, আমি বা আমার কোন লোক আম্মার (রাঃ)কে হত্যা করে নাই। (মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানীর (রঃ) পুস্তিকা হইতে গৃহীত।)

সার কথা—আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত বিদ্রোহী দল বলিতে ঐ দল উদ্দেশ্য যাহারা মোসলমানদের শান্তি খর্ব করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রকারীরূপে সৃষ্টি হইয়া খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতঃ তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া শহীদ করিয়াছিল। তারপরেও তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া চলিতে থাকে এবং মোসলমানদের মধ্যে লড়াই-যুদ্ধ সৃষ্টি করিতে থাকে। অবশেষে তাহারা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করিয়াছিল এবং তাহাদের লোকের হাতেই আলী (রাঃ) শহীদ হইয়াছিলেন। তাহাদের দলের এবং তাহাদের বিদ্রোহের ইতিহাস সপ্তম খণ্ডের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। এই দলের যে প্রচেষ্টা ছিল তাহা যে দোযখের পথ এবং আম্মার (রাঃ)-এর প্রচেষ্টা যে বেহেশতের পথ তাহা সুস্পষ্ট।

মসজিদ বা উহার জিনিষ তৈরী করিতে কারিগরের সাহায্য

২৯৩। হাদীছঃ— জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একটি স্ত্রীলোক রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিল, (মসজিদে খোৎবা ইত্যাদির সময়) বসিবার উদ্দেশ্যে আপনার জন্য কাঠের দ্বারা একটি আসন তৈরী করিতে ইচ্ছা করি; আমার একটি ক্রীতদাস আছে, সে মিস্ত্রী কাজ জানে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ইচ্ছা

হইলে তাহা করিতে পারে। তারপর যথাসত্বর উহার কাজ সম্পন্ন করার জন্য হযরত (দঃ) নিজেও খবর পাঠাইলেন। সে একটি মিম্বর তৈরী করিল। ২৫২নং হাদীছেও উল্লেখ আছে।)

মসজিদ তৈরী করার ফজিলত

২৯৪। হাদীছঃ— ওসমান (রাঃ) যখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের (উন্নয়নে) পরিবর্তন সাধিত করিলেন, তখন সাধারণ্যে উহার সমালোচনা হইতে লাগিল। এই সমালোচনার উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি শুনিয়াছি—রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ তৈরী কাজে শরীক হইবে আল্লাহ তায়ালা সে অনুপাতে বেহেশতের মধ্যে তাহার জন্য ইমারত তৈরী করিবেন।

মসজিদের মধ্যে সতর্কতার সহিত চলিবে

২৯৫। হাদীছঃ—আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মসজিদে বা বাজারে চলাফেরার সময় হাতে তীর ইত্যাদি থাকিলে উহার ফলক মুষ্টির ভিতরে রাখিবে, যেন কোন মোসলমান ব্যক্তি উহার দ্বারা আঘাত না পায়।

২৯৬। হাদীছঃ—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে তীর হাতে লইয়া আসিতেছিল। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে আদেশ করিলেন, ইহার ফলক মুষ্টির ভিতরে রাখ।

মসজিদের ভিতরে ভাল কবিতা পাঠ করা

২৯৭। হাদীছঃ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হাছ্ছান (রাঃ)কে বলিতেন, হে হাছ্ছান! তুমি আল্লার রসুলের পক্ষ হইতে (কবিতার দ্বারা কাফেরদের উক্তির) উত্তর দান কর। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জন্য দোয়া করিতেন—হে খোদা! জিব্রাঈল ফেরেশতা দ্বারা হাছ্ছানকে সাহায্য কর।

ব্যাখ্যাঃ—আরবদেশে কবিতার খুবই প্রচলন এবং জন-সমাজে উহার অত্যন্ত প্রভাব ছিল। কাফের কবিরা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুখ্যাতি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রতি নানাপ্রকার কু-উক্তি করিয়া মিথ্যা কুৎসা রটাইয়া কবিতা প্রকাশ করিত। মোসলমানদের মধ্যে ছাহাবী হাছ্ছান (রাঃ) সুপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে কাফেরদের উত্তরে কবিতা রচনা করিতে বলিতেন, এমনকি অনেক সময় মসজিদের মিম্বরে দাঁড়াইয়া ঐ কবিতা পাঠের আদেশ করিতেন এবং তাঁহার জন্য দোয়া করিতেন, হে খোদা! তুমি জিব্রাঈল ফেরেশতা দ্বারা হাছ্ছানকে (এই কবিতা রচনায়) সাহায্য কর।

মসজিদে (জেহাদ শিক্ষায়) অস্ত্র চালনা

২৯৮। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আমার ঘরের দরওয়াজায় দণ্ডায়মান দেখিলাম। কয়েকজন হাবসী লোক মসজিদের

মধ্যে অস্ত্র চালনার খেলা করিতেছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে তাঁহার চাদর দ্বারা পর্দা করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি তাহাদের ঐ খেলা দেখিতেছিলাম।

মসজিদে ঋণ আদায়ের তাগিদ করা

২৯৯। হাদীছ ঃ—কা'য়াব (রাঃ) নামক ছাহাবী ইবনে হাদরাদ (রাঃ) নামক ছাহাবীর নিকট পাওনাদার ছিলেন। একদিন মসজিদের মধ্যে উহা আদায়ের তাকিদ দিলে পর উভয়ের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কথা কাটাকাটি হইল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার ঘরের ভিতর হইতে উহা শুনিয়া উঠিয়া আসিলেন এবং দরওয়াজার পর্দা উঠাইয়া কা'য়াবকে ডাকিলেন। তিনি হাজির হইলে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে সুপারিশ করিয়া বলিলেন, তোমার প্রাপ্যের অর্দ্ধাংশ ক্ষমা করিয়া ছাড়িয়া দাও। তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন হযরত (দঃ) ইবনে হাদরাদ (রাঃ)কে আদেশ করিলেন—যাও এখনই ইহা আদায় করিয়া দাও।

মসজিদ ঝাড়ু দেওয়া ও পরিষ্কার করার ফজিলত

৩০০। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একটি কৃষ্ণ বর্ণের পুরুষ বা স্ত্রীলোক মসজিদ ঝাড়ু দিয়া থাকিত। তাহার মৃত্যু হইলে পর একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন; সকলেই বলিল, সে মারা গিয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, আমাকে খবর দেওয়া হয় নাই কেন? উত্তরে সকলেই ঐ লোকটির প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করিল। নবী (দঃ) বলিলেন, আমাকে তাহার কবর দেখাইয়া দাও। হযরত (দঃ) তাহার কবরের নিকট আসিয়া জানাযার নামায পড়িলেন ও দোয়া করিলেন।

মসজিদের জন্য খাদেম রাখা

পবিত্র কোরআন ৩ পারা ৪ রুকুতে ঈসা আলাইহেচ্ছালামের মাতা বিবি মরয়্যামের জন্ম-বৃত্তান্তের বর্ণনায় উল্লেখ আছে, তিনি মাতৃগর্ভে থাকাকালে তাঁহার মাতা বলিয়াছিলেন—

رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ

"হে পরওয়ারদেগার! তোমার জন্য মান্নত মানিলাম, আমার গর্ভস্থ সন্তান মুক্ত হইবে।" অর্থাৎ তোমার সন্তুষ্টির কাজে উৎসর্গিত হওয়ার জন্য দুনিয়ার কাজ-কর্ম হইতে সে মুক্ত হইবে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) উক্ত আয়াতের তফছীরে বলিয়াছেন, ঐ মান্নতের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, বাইতুল-মোকাদ্দাস মসজিদের খেদমতের জন্য মুক্ত হইবে।

সেকালে সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে এইরূপ মান্নতের রীতি শরীয়ত সম্মতছিল। আমাদের শরীয়তে এইরূপ মান্নত ওয়াজেব হয় না। অবশ্য মসজিদের খেদমত করা বড় ছওয়াবের কাজ।

কয়েদীকে মসজিদের খুঁটির সহিত বাঁধা

ইসলামের সোনালী যুগে বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ইত্যাদি অনেক কার্য্যবিধির কেন্দ্র ছিল মসজিদ। কারণ, তখন মোসলেম সমাজের কোন ক্ষেত্রেই দ্বীন ও দুনিয়া ভিন্ন

ভিন্নভাবে পরিচালিত হইত না, উভয়ই এক সঙ্গে চলিত এবং ইহাই ছিল মোসলমানদের উন্নতির উৎস। এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই ইমাম বোখারী (রঃ) কয়েকটি পরিচ্ছেদ লিখিয়াছেন। যেমন, পূর্বের একটি পরিচ্ছেদে আছে "মসজিদে বিচার বিভাগীয় কার্য্য পরিচালনা করা"। রসুলুল্লার (দঃ) সময় খানকাহ, মাদ্রাসা, বিচারালয় এমনকি হাজত কেন্দ্রও মসজিদই ছিল। কারণ, আসামী ও কয়েদীদিগকে শুধু শাস্তি দান করিয়া তাহাদের নৈতিক চরিত্রের পরিবর্তন সাধন করা যায় না, যাবৎ তাহাদের জন্য সৎ পরিবেশের ব্যবস্থা করা না হইবে। এখানে মসজিদকে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হইল—সৎ পরিবেশের ব্যবস্থা করা; যার দ্বারা কয়েদীগণের চরিত্র সংশোধন হইয়া তাহারা দোষমুক্ত হইতে পারিবে। যেমন—নিম্নের হাদীছে বর্ণিত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাজতখানা আসামীকে কত উর্দ্ধে উন্নীত করিত এবং তাহার ভাব-ধারায় পরিবর্তন আনিয়া তাহার চরিত্রের কত সংশোধন করিত।

খলীফা ওমরের (রাঃ) সুপ্রসিদ্ধ বিচারক কাজি শোরায়হ্ (রঃ) অভিযুক্তকে মসজিদের খুঁটির সহিত আবদ্ধ রাখার নির্দেশ দিতেন।

৩০১। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নজদ দেশের প্রতি একদল সৈন্য পাঠাইলেন। তাহারা ছুমামা ইবনে উছাল নামক তথাকার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া আসিল এবং (নবীজীর আদেশে) তাহাকে মসজিদে নববীর খুঁটির সহিত বাঁধিয়া রাখিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ছুমামা! তোমার ধারণা কি? সে উত্তর করিল আমার ধারণা ভালই (যে, আপনি কোন প্রকার জুলুম-অত্যাচার করিবেন না)। যদি আপনি আমাকে মারিয়া ফেলেন তবে স্মরণ রাখিবেন, ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করা হইবে, আর যদি আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন তবে আমাকে কৃতজ্ঞ পাইবেন। আর যদি আমার নিকট হইতে ধন আদায়ের ইচ্ছা করিয়া থাকেন তবে যত ইচ্ছা আপনি বলুন; আমি উহা দিয়া দিব। ঐ দিন তাহাকে বাঁধা অবস্থায়ই রাখিয়া দেওয়া হইল। পরদিন রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে পুনরায় ঐ প্রশ্নই করিলেন। সে উত্তর করিল, আমি পূর্বে যাহা বলিয়াছি আজও তাহাই বলিতেছি। অর্থাৎ যদি আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন তবে আমাকে কৃতজ্ঞ পাইবেন। এই দিনও তাহাকে পূর্বাবস্থায়ই রাখা হইল। তৃতীয় দিনও রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে ঐ প্রশ্নই করিলেন। এবারও সে পূর্বের ন্যায়ই উত্তর দিল। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়ার আদেশ করিলেন। ছাড়িয়া দেওয়া হইলে পর সে মসজিদের নিকটবর্তী একটি খেজুর বাগানে চলিয়া গেল এবং সেখানে গোসল করিয়া মসজিদে ফিরিয়া আসিল ও ইসলামের কলেমা পড়িল—

"اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله"

এবং বলিল, হে মোহাম্মদ (দঃ) আমার নিকট দুনিয়ার কোন বস্তু আপনার চেয়ে অধিক ঘৃণিত ছিল না, কিন্তু এখন একমাত্র আপনিই সর্বাধিক প্রিয়পাত্র। কোন ধর্ম আপনার ধর্ম হইতে অধিক ঘৃণিত ছিল না, কিন্তু এখন আপনার ধর্মের তুল্য প্রিয় ধর্ম আর নাই। আপনার দেশের চেয়ে অধিক ঘৃণিত দেশ আর ছিল না, কিন্তু এখন আপনার দেশের চেয়ে প্রিয় দেশ আর নাই।

আমি ওমরা করার জন্য মক্কা যাইতেছিলাম, এমতবস্থায় আপনার সৈন্যদল আমাকে লইয়া আসিয়াছিল। সেই ওমরার বিষয় আপনার আদেশ কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সুসংবাদ ঘোষণা পূর্বক তাহাকে ওমরা করার পরামর্শ দিলেন। সে মক্কা আসিলে পর কোন ব্যক্তি তাহাকে বলিল—তুমি ধর্মত্যাগী হইয়াছ? উত্তর করিল, না না—আমি মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতে মুসলমান হইয়াছি। আমি শপথ করিয়া ঘোষণা দিতেছি, মক্কাবাসীগণ (আমার দেশ) "ইয়ামামা" হইতে এক দানা খাদ্যও আর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অনুমতি ব্যতিরেকে পাইবে না।

(নিরাশ্রয়) রুগ্নকে মসজিদে আশ্রয় দেওয়া

৩০২। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—খন্দকের জেহাদে সায়াদ (রাঃ) শিরা-রগে আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মসজিদে তাঁহার জন্য তাঁবুর ন্যায় আশ্রয়স্থল তৈরী করিয়া দিলেন; যেন তিনি নিকট হইতে তাঁহাকে দেখা-শুনা করিতে পারেন।

মসজিদে বাড়ীর দরওয়াজা কাটা বা যাতায়াতের রাস্তা করা

অর্থাৎ কাহারও আবাস-গৃহ মসজিদ সংলগ্ন, তাই সে ইচ্ছা করে যে, তাহার বাড়ী বরাবর মসজিদের দেওয়ালে ছোট-খাট দরওয়াজা করিয়া নেয়, যেন সোজাসুজি উহা দ্বারা মসজিদে প্রবেশ করিতে পারে—এরূপ করা জায়েয নয়। তা-ছাড়া স্বীয় গৃহে যাতায়াতের জন্য মসজিদের ভিতর দিয়া কোনপ্রকার রাস্তা করিয়া লওয়াও জায়েয নহে।

৩০৩। **হাদীছ ঃ**—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অন্তিম-রোগ অবস্থায় একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মাথায় পট্টি বাঁধিয়া মসজিদের মিম্বরের উপর আসিয়া বসিলেন এবং আল্লার ছানা-ছিফত দ্বারা বক্তব্য আরম্ভ করিয়া বলিলেন, আল্লাহ ছোবহানাহু তায়ালা এক বন্দাকে তাহার নিজ ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন যে, সে দুনিয়াতে থাকিয়া দীর্ঘায়ু ভোগ করিতে পারে অথবা আল্লার নিকটও চলিয়া যাইতে পারে। সেই বন্দা আল্লার নিকট চলিয়া যাওয়াকেই পছন্দ করিয়াছে। (আবু সায়ীদ (রাঃ) বলেন,) ইহা শুনিয়া আবু বকর (রাঃ) কাঁদিতে লাগিলেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম, এই বুড়া কাঁদে কেন? আল্লাহ তায়ালা এক বন্দাকে দুনিয়া ও আখেরাত তাহার নিজ ইচ্ছার উপর

ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং ঐ বন্দা আখেরাতকে পছন্দ করিয়াছেন তাহাতে এই বুড়ার কি হইল? পরে আমরা বুঝিতে পারিলাম, ঐ "বন্দা" স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং (ঐ কথা তাঁহার দুনিয়ার ত্যাগের ইঙ্গিত ছিল—যাহা আবু বকর (রাঃ) বুঝিতে পারিয়াছিলেন।) সত্যই আমাদের মধ্যে আবু বকর (রাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন।

আবু বকর (রাঃ)কে কাঁদিতে দেখিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছিলেন, হে আবু বকর! তুমি কাঁদিও না এবং উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—যাহার সঙ্গ ও জান-মাল আমাকে সর্বাধিক সাহায্য করিয়াছে সে হইল একমাত্র আবু বকর। আমি যদি আমার পরওয়ারদেগার ভিন্ন মানুষের মধ্য হইতে কাহাকেও আন্তরিক ভালবাসার পাত্র বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতাম তবে নিশ্চয় আবু বকরকে গ্রহণ করিতাম। (কিন্তু তোমাদের এই রসুলকে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রিয়পাত্র বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়া নিয়াছেন। [হাদীছের এই অংশটুকু মোসলেম শরীফে উল্লেখ আছে।] তাই সেও অন্য কাহাকে বন্ধু বানাইতে পারে না।) তবে আবু বকর আমার সঙ্গী ও ইসলামী ভাই, সেই মহব্বত ও ভ্রাতৃত্ব তাহার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ও উত্তম আকারে রহিয়াছে।

(আবু বকরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য তখন) হযরত (দঃ) আরও বলিলেন—মসজিদের মধ্যে যত লোকই গৃহ-দরওয়াজা বাহির করিয়াছে প্রত্যেকের দরওয়াজাই বন্ধ করিয়া দিতে হইবে, একমাত্র আবু বকরের দরওয়াজা খোলা থাকিতে পারিবে।

মসজিদসমূহে কপাট ও তালা-চাবির ব্যবস্থা রাখা

ইবনে আব্বাস (রাঃ) তায়েফ নগরীতে বসবাস অবলম্বন করিয়া তথায় মসজিদ তৈরী করিয়াছিলেন; উহাতে মজবুত দরওয়াজা লাগাইয়াছিলেন।

মসজিদে সকলের সমান অধিকার থাকিলেও মসজিদের আসবাব-পত্র রক্ষার জন্য এবং অনাচার হইতে মসজিদের হেফাজতের জন্য মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণকারীগণ উহাতে কপাট লাগাইতে এবং উহা বন্ধের ব্যবস্থা করিতে পারে।

৩০৪। হাদীছ:—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পবিত্র মক্কা জয় করার পর কা'বা ঘরের কুঞ্জি-বরদার (চাবি সংরক্ষক) ওসমান ইবনে তাল্‌হাকে ডাকিয়া আনিলেন। সে আসিয়া কা'বার দরওয়াজা খুলিয়া দিলে নবী (দঃ) ভিতরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার সঙ্গে বেলাল, উছামাহ এবং ওসমান ইবনে তাল্‌হাও ছিলেন।

সকলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং কিছু সময় ভিতরে রহিলেন, তারপর সকলে বাহির হইয়া আসিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি হযরতের প্রতি দৌড়িয়া অগ্রসর হইলাম এবং বেলালকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, নবী (দঃ) ভিতরে নামায পড়িয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন স্থানে নামায পড়িয়াছেন, বেলাল বলিলেন, পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া ঐ দিকের দেওয়াল হইতে

প্রায় তিন হাত ব্যবধানে, ডান দিকে দুইটি খুঁটি ও বাম দিকে একটি খুঁটি এবং পিছনে তিনটি খুঁটির সারি রাখিয়া দাঁড়াইয়া নামায পড়িয়াছেন। ঐ সময় কা'বা ঘরের ছাদ মোট ছয়টি খুঁটির উপরই স্থাপিত ছিল; (তিন তিনটি খুঁটি দুই সারিতে ছিল, প্রথম সারিতে দক্ষিণ দিকের খুঁটিদ্বয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া হযরত (দঃ) নামায পড়িয়াছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন,) হযরত (দঃ) কত রাকাত নামায পড়িয়াছিলেন তাহা জিজ্ঞাসা করিতে আমার স্মরণ ছিল না।

মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা

৩০৫। হাদীছ ঃ— ছায়েব ইবনে ইয়াযিদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা আমি মসজিদের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিলাম, এক ব্যক্তি আমার উপর কঙ্কর নিক্ষেপ করিল, আমি তাকাইয়া দেখিলাম, খলীফা ওমর (রাঃ)। তিনি আমাকে আদেশ করিলেন, ঐ দুই ব্যক্তিকে ডাকিয়া আন। আমি তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিলাম। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোন্ দেশের লোক? তাহারা বলিল, আমরা তায়েফবাসী। ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা মদীনাবাসী হইলে আমি তোমাদিগকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিতাম; তোমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কথা বল।

মসজিদে ঊর্দ্ধমুখী হইয়া শোয়া

৩০৬। হাদীছ ঃ—আব্বাস ইবনে তামীমের চাচা আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে মসজিদে ঊর্দ্ধমুখী শায়িত অবস্থায় দেখিয়াছেন। তখন হযরতের এক পা অপর পায়ের উপর রাখা ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—এই শয়ন নিদ্রার শয়ন নয়, বরং হাত-পা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও দেহের শান্তি ও অবসাদ দূর করণার্থে আরাম লাভের উদ্দেশ্যে শরীর লম্বা করা। যেমন—কেহ দীর্ঘ সময় মসজিদে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া এবাদত-বন্দেগী করিয়া দেহে অবসাদ ও শান্তি অনুভব করিয়াছে, আরও অধিক সময় মসজিদে অবস্থান করা তাহার ইচ্ছা। এমতাবস্থায় মধ্যভাগে অবসাদ দূর করণার্থে ঐরূপ শয়ন করিতে পারে এবং সেই শয়ন অবস্থায়ও মসজিদে অবস্থানের ছওয়াব তাহার লাভ হইবে (ফতহুল-বারী ১—৪৪৬)। এইরূপ শয়নে দুইটি বিষয় লক্ষ্য রাখা আবশ্যক—লোকদের সমাবেশে না হয় এবং পূর্ণরূপে ছতর আবৃত রাখায় যত্নবান হয়। ছতর আবৃত রাখায় শালীনতাময় সতর্কতা অবলম্বন স্বরূপই হযরত (দঃ) ঐ অবস্থায় পাদ্বয় লম্বা করিয়া এক পা অপর পায়ের উপর স্থাপন করিয়াছিলেন। ওমর (রাঃ) এবং ওসমান (রাঃ)ও ঐরূপ করিতেন বলিয়া বোখারী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন।

ঊর্দ্ধমুখী শয়নে উক্তরূপে সতর্কতা অবলম্বন করা শুধু মসজিদের জন্যই নির্দিষ্ট নহে। সাধারণভাবেও ঊর্দ্ধমুখী শয়নে উহা অবশ্যক; বোখারী (রঃ) ৯৩০ পৃষ্ঠায় আলোচ্য হাদীছ দ্বারা ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

অপর এক হাদীছে উর্দ্ধমুখী শায়িত হইয়া এক পা অপর পায়ের উপর রাখা নিষিদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। উহার উদ্দেশ্য উর্দ্ধমুখী শয়নে এক পা খাড়া করিয়া উহার উপর অপর পা উঠাইয়া রাখা। লুঙ্গি পরিধান অবস্থায় এইরূপ করিলে ছতর খুলিয়া যাওয়ার আশঙ্কায় নিষিদ্ধ করা হইয়াছে; পায়জামা পরিধান অবস্থায়ও ইহা খুবই অসুন্দর দেখায়।

মসজিদে বা অন্যত্র তশ্‌বীক করা

"তশ্‌বীক" অর্থ পরস্পর এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অপর হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে প্রবেশ করান। হাদীছে আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—নামাযের জন্য অজু করিয়া মসজিদে আসিতে হস্তদ্বয়ে তশ্‌বীক করিবে না। কারণ, ঐ সময়টি নামাযের মধ্যেই শামিল।

আর এক হাদীছে আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—"নামায পড়াকালে কেহ তশ্‌বীক করিবে না; উহা শয়তানী কাজ। আরও স্মরণ রাখিবে, কোন মানুষ (নামাযের অপেক্ষায় বা নামাযান্তে আল্লার জেকর ও তাছবীহ ইত্যাদির জন্য) যাবৎ মসজিদে থাকে; মসজিদ হইতে বাহির হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত সে নামাযে গণ্য হয়।" (ফতহুল-বারী ১—৩৪৯)

নামায পড়াকালে তশ্‌বীক করা বস্তুতঃই শয়তানী কাজ তথা শরীয়ত নিষিদ্ধ কাজ। নামায পূর্ণ একাগ্রতার সহিত আদায় করা শরীয়তের বিশেষ কাম্য। উহাতে সাফল্যের জন্য প্রয়োজন হয় নামাযের প্রস্তুতির আরম্ভ হইতেই নিজকে নামাযীরূপে রূপান্তরিত করা এবং নামাযে শোভণীয় নয় এইরূপ অনাবশ্যক কার্য্যাবলী হইতে সংযত থাকা। তদ্রূপ নামাযান্তে নামাযে লব্ধ একাগ্রতা ও ধ্যান-ধারণার সহিত কিছু সময় জিকর ও তছবীহ পাঠ করা উত্তম এবং উহা নামাযের মধ্যে শামিল। এতদ্ভিন্ন এক নামায পড়িয়া অপর নামাযের অপেক্ষায় মসজিদে অবস্থান করিলে মসজিদ হইতে বাহির হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সময় নামাযের মধ্যেই গণ্য বলিয়া হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। সেমতে ঐ সময়ও নামাযে শোভণীয় নয় এই শ্রেণীর আনাবশ্যক কার্য্য হইতে বিরত থাকা প্রয়োজন। এই দৃষ্টিতে নামাযের পূর্বে ও পরে উক্ত সময়দ্বয়েও তশ্‌বীক করা অপছন্দণীয়ই বটে। উপরোল্লিখিত হাদীছদ্বয়ের সমষ্টিতে এই তিন সময়ে তশ্‌বীক করাকেই নিষেধ করা হইয়াছে—(১) নামায পড়াকালে; ইহাত মকরূহ তাহ্‌রিমী (শামী ১—৬০১)। (২) নামাযের পূর্বে—নামাযের জন্য অজু করার পর হইতে। (৩) নামাযের পরে অপর নামাযের অপেক্ষায় বা জিকর ও তছবীহ পাঠে মসজিদে বসা থাকা পর্য্যন্ত; এই দুই সময়েও তশ্‌বীক হইতে বিরত থাকা চাই—অবশ্য ইহা শুধু নামায সম্পৃক্ত তশ্‌বীকের মছআলাহ।

ইমাম বোখারী (রঃ) আলোচ্য পরিচ্ছেদে তশ্‌বীক সম্পর্কে এই বলিতে চাহেন যে, সাধারণভাবে অর্থাৎ উক্ত তিন অবস্থা ও তিন সময় ব্যতিরেকে অন্য সময়ে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে তশ্‌বীক করা নিষিদ্ধ নহে। এমনকি মসজিদের মধ্যেও উহা করিতে পারে। যেমন, বিশ্রাম লাভ উদ্দেশ্যে যদি কেহ তশ্‌বীক করিয়া বসে তবে তাহা জায়েয হইবে।

এ সম্পর্কে বোখারী (রঃ) এস্থলে একটি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন ; উহার অনুবাদ যথাস্থানে আসিবে। উক্ত হাদীছে বর্ণিত ঘটনায় উল্লেখ আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) নামাযান্তে উঠিয়া যাইয়া মসজিদের এক পার্শ্বে বসিলেন ; তিনি তাঁহার বাম হাতের উপর ডান হাতকে তশবীকরূপে একত্রিত করিয়া ডান হাত দণ্ডায়মান করতঃ বাম হাতের কব্জিকে ডান কব্জির উপরে স্থাপন পূর্বক উহার পৃষ্ঠে মুখমণ্ডলের ডানপার্শ্ব রাখিয়া অস্বস্তিবোধকের ন্যায় বসিলেন।

এতদ্ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বা আঙ্গুল সমূহের অবসাদ দূর করনার্থে তশবীক করিলে তাহাও জায়েয আছে, মকরূহ নহে (শামী ১—৬০১)।

তদ্রূপ কোন একটি বিষয় বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্ত দেখাইতে তশবীক করিলে তাহাও মকরূহ হইবে না ; এ সম্পর্কেও ইমাম বোখারী (রঃ) দুইটি হাদীছে বর্ণনা করিয়াছেন। একটি হাদীছ যাহার অনুবাদ যথাস্থানে হইবে—উহাতে উল্লেখ আছে, মোসলমানদের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা ঐরূপ হওয়া চাই যেরূপ হয় একটি দেওয়ালের ইট সমূহের মধ্যে। ইহা উল্লেখের সময় হযরত (দঃ) তশবীক তথা এক হাতের আঙ্গুল সমূহের মধ্যে অপর হস্তের আঙ্গুলসমূহ প্রবেশ করাইয়া দেওয়ালের ইটসমূহের গাথুনির দৃষ্টান্তও দেখাইলেন। দ্বিতীয় হাদীছটি এই—

৩০৭। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আম্র (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে আম্র! কি নীতি অবলম্বন করিবে যখন তুমি খোসা-শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বর্তমান থাকিবে? এই হাদীছ বর্ণনার সময় হযরত (দঃ) স্বীয় হস্তের আঙ্গুলসমূহে তশবীক করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—হাদীছটির পূর্ণ বিবরণ এই—একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আম্র (রাঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, (চালনী দ্বারা আটা ইত্যাদি চালিলে উহার ভাল অংশ নীচে পড়িয়া যায়, খোসা বা তুষ জাতীয় অংশই উপরে থাকে। তদ্রূপ কালক্রমে ভূপৃষ্ঠ হইতে ভাল মানুষ নিঃশেষ হইয়া শুধু তুষ ও খোসা-শ্রেণীর মানুষ থাকিয়া যাইবে।) হে আবদুল্লাহ! তুমি কি নীতি অবলম্বন করিবে? যদি তুমি ঐ খোসা-জাতির লোকদের যুগে বর্তমান থাক—যাহাদের ওয়াদা অঙ্গীকার ও আমানতদারী বিনষ্ট হইয়া যাইবে। (তথা অঙ্গীকার রক্ষা করিবে না, আমানতে খেয়ানত করিবে) এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিরোধে লিপ্ত হইয়া এইরূপে পরস্পর বিপরীতমুখী হইয়া পড়িবে। (এই বাক্য বলার সময়) ঐ লোকদের পরস্পর বিপরীতমুখী হওয়ার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে হযরত (দঃ) তশবীক তথা এক হাতের আঙ্গুলগুলি অপর হাতের আঙ্গুলগুলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন (—যে অবস্থায় উভয় হস্তের আঙ্গুলসমূহ পরস্পর বিপরীতমুখী হইয়া থাকে।)

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) আরজ করিলেন, এ সম্পর্কে আমার প্রতি আপনার আদেশ কি ? হযরত (দঃ) বলিলেন (ঐরূপ সময়ে) তুমি তোমার নিজের দ্বীন-ঈমানকে রক্ষা করায় দৃঢ় থাকিবে; যুগের লোকদের ব্যাপারে মাথা ঘামাইবে না।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে—হযরত (দঃ) বলিলেন, যুগের লোকদের হইতে ভালটা গ্রহণ করিবে, খারাবটা বর্জন করিবে। শুধু নিজের দ্বীন-ঈমান রক্ষায়ই লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিবে; যুগের লোকদের জন্য মাথা ঘামাইবে না। (ফতহুল-বারী ২৩—৩১)

জন-সাধারণের দ্বীন-ঈমান রক্ষায় যথাসাধ্য চেষ্টা করা একটি বিশেষ ফরজ কাজ। কিন্তু হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) উপরোক্ত হাদীছে যেই অবস্থার যুগের উল্লেখ করিয়াছেন সেইরূপ যুগের আবির্ভাব হইলে তখন উক্ত ফরজ রহিত হইয়া যায়।

প্রকাশ থাকে যে—তশবীকের মছআলাহ সম্পর্কে যে বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে আঙ্গুল ফুটাইবার মছআলাহ সম্পর্কেও সেই বিবরণ প্রযোজ্য। (শামী ১—৬০১)

মক্কা-মদীনার রাস্তায় মসজিদসমূহ ও রসুলুল্লাহ (দঃ) নামায স্থান সমূহের বর্ণনা

৩০৮। হাদীছ ঃ—মুছা ইবনে ওক্‌বাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি ছালেম ইবনে আবদুল্লাকে দেখিয়াছি, তিনি মক্কা-মদীনা যাতায়াতে রাস্তায় কতগুলি স্থানের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন ও ঐ স্থান সমূহে নামায পড়িয়া থাকেন এবং বর্ণনা করেন যে, তাঁহার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এই স্থানসমূহে নামায পড়িতেন। কারণ, তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই স্থান সমূহে নামায পড়িতে দেখিয়াছেন।

৩০৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হজ্জ বা ওমরার জন্য মদীনা হইতে মক্কা পানে যাওয়া কালে (মদীনার অনধিক দূরে অবস্থিত) জুল হোলায়ফা নামক স্থানে অবতরণ করিতেন। হযরতের অবতরণ স্থলটি বাবুল গাছের নীচে—পরবর্তী সময় যে স্থানে মসজিদ হইয়াছে তথায়ই অবস্থিত।.....

পাঠক বৃন্দ! ইহা একটি সুদীর্ঘ হাদীছে। এই হাদীছে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মক্কা-মদীনার তৎকালীন রাস্তায় কতকগুলি স্থানের নিদর্শন বর্ণনা করিয়া নির্দিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) এই পথ অতিক্রম করাকালে এই স্থানসমূহে নামায পড়িয়াছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আজীবন এই রাস্তায় যাতায়াত-কালীন এই স্থান সমূহ বিশেষভাবে নামায পড়িতেন। এমনকি উহার কোন কোন স্থানের নিকটবর্তী পরে মসজিদও তৈরী হইয়াছিল, তবুও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) সেই মসজিদে নামায না পড়িয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামায পড়ার স্থানে নামায পড়িতেন।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি ছাহাবীদের এশক-মহব্বত এতই বিস্তীর্ণ ও সুগভীর ছিল যে, হযরতের সামান্যতম স্পর্শপ্রাপ্ত বস্তুসমূহের প্রতিও ছাহাবীগণ অতি আসক্ত ও আকৃষ্ট হইতেন যে, দুনিয়াতে কোন বস্তুকেই উহার সমতুল্য গণ্য করিতে না। রসুলুল্লাহ (দঃ) যেরূপ জুতা ব্যবহার করিয়াছেন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আজীবন ঐরূপ জুতা ব্যবহার করিতেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) যেই রং পছন্দ করিতেন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আজীবন ঐ রং পছন্দ করিতেন। এইভাবে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতিটি বস্তু ও কার্য্যের প্রতি ছাহাবীগণ জীবনের তরে আশেক হইয়া যাইতেন। কেহ কাহারও প্রতি খাঁটি আশেক হইলে স্বেচ্ছায়ই সে এই অবস্থায় পৌঁছে। যেমন কবি বলিয়াছেন—

پائے سگ بو سیدہ مجنوں خلق گفتند ایں چہ بود۔
گفت ایں سگ گاہے گاہے کوئے لیلی رفتہ بود۔

"একদা মজনু একটি কুকুরের পা চুম্বন করিল। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এ-কি করিতেছ? সে বলিল, এই কুকুর সময় সময় লায়লার গলিতে যাতায়াত করিত।"

লায়লার প্রতি মজনুর কেবলমাত্র পার্থিব এশক বা প্রেম ছিল। সেই এশকের দরুন সে লায়লার বাসস্থানের গলির প্রতি আসক্ত হইয়া ঐ গলিতে যাতায়াতকারী কুকুরের প্রতিও অনুরাগী হইয়া পড়ে। এমনকি সকলের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া ঐ কুকুরের পা চুম্বন করে; ইহাকেই বলে এশক ও মহব্বত বা প্রেম। অন্য এক কবি বলেন—

امر علی الدیار دیار لیلی — اقبل ذا الجدار وذا الجدار۔
وما حب الدیار شغفن قلبی — ولکن حب من سکن الدیار۔

"আমি আমার প্রেমাস্পদের বস্তী দিয়া যাতায়াতকালে উহার গৃহগুলিকে চুম্বন করি। আমি গৃহগুলির অনুরাগী নই, ঐ গৃহবাসীর ভালবাসা আমাকে আকৃষ্ট করে।"

ওমর ফারুক (রাঃ) তাঁহার খেলাফতের সময় সিরিয়া দেশ নূতন জয় হইলে পর তিনি ঐ দেশ পরিদর্শনে যাইয়া সেস্থানের বড় বড় লোকদের এক ভোজ সভায় যোগদান করিলেন। তিনি দস্তরখানার উপর একটি রুটীর টুক্‌রা দেখিতে পাইয়া সুন্নত তরীকা অনুযায়ী ঐ টুক্‌রাটি উঠাইয়া খাইলেন। সঙ্গীদের মধ্যে একজন তাঁহাকে উপস্থিত লোকদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এরূপ নগণ্য কাজ হইতে বিরত থাকার জন্য ইঙ্গিত করিলে তিনি গর্বভরে বলিলেন—

أاترك سنة حبيبى لاجل هذه الحمقاء۔

"এ সমস্ত আহমক লোকদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি কি আমার মাহবুবের সুন্নত ছাড়িয়া দিতে পারি? কখনও নয়। আশেকের চোখে মাশুক ও মাহবুবের বিরুদ্ধাচরণকারী

সমস্ত দুনিয়া আহমক বলিয়া পরিগণিত হয়। বর্তমান যুগে আমাদের মধ্যে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি সেই এশক ও মহব্বত নাই বলিয়াই আমরা তাঁহার সুন্নতের প্রতি আগ্রহহীন হইয়া পড়িয়াছি।

ইমামের সম্মুখে ছোতরা মোক্তাদীদের জন্য যথেষ্ট

নামাযী ব্যক্তির সম্মুখে দিয়া যাতায়াত করা বড় গোনাহ। হাদীছ শরীফে এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কবাণী রহিয়াছে; তাই খোলা জায়গায় নামায পড়িতে হইলে অন্ততঃ এক হাত উঁচু কোন বস্তু আড়াল স্বরূপ সম্মুখে রাখা আবশ্যক, যেন যাতয়াতকারীদের অসুবিধার সৃষ্টি না হয়; উহাকেই ছোতরা বলা হয়। ছোতরার বাহির দিয়া গমন করিলে গোনাহ নাই।

৩১০। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায় হজ্জের সময় রসুলুল্লাহ (দঃ) মিনার মধ্যে (খোলা জায়গায় জামাতের সহিত দাঁড়াইয়া) নামায পড়িতেছিলেন; তাঁহার সম্মুখে কোন দেওয়াল ছিল না, (কোন বস্তু দাঁড় করা ছিল।) ঐ সময় আমি একটি গাধীর উপর আরোহিত তথায় উপস্থিত হইলাম। আমি প্রথম কাতারের সম্মুখ দিয়া কিছু অংশ অতিক্রম করতঃ গাধী হইতে অবতরণ করিয়া গাধীকে ঘাস খাইতে ছাড়িয়াদিলাম এবং আমি হযরতের পেছনে লোকদের সহিত নামাযে শরীক হইলাম। আমি তখন বয়ঃপ্রাপ্তির কাছাকাছি; কিন্তু উক্ত কার্য্যে আমাকে কেহ মন্দ বলেন নাই।

ব্যাখ্যা ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বুঝমান হওয়ার বয়সে নামাযীদের সম্মুখে দিয়া চলিয়াছেন; বস্তুতঃ ইহা বাধা প্রদানের ও মন্দ বলার কাজ ছিল। কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) ইমাম ছিলেন, তাঁহার সম্মুখে কোন ছোতরা ছিল; খোলা জায়গায় নামায পড়িতে ইমামের সম্মুখে ছোতরা থাকিলে মোক্তাদীদের পক্ষেও উহা ছোতরা গণ্য হয়, তাই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে কেহ মন্দ বলেন নাই।

৩১১। হাদীছ ঃ— ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঈদের দিন ময়দানে আসিয়া, ছোট বর্শার ন্যায় এক প্রকার অস্ত্র (ছিল; উহাকে) সম্মুখে গাড়িয়া দিতে আদেশ করিতেন। তিনি উহাকে সম্মুখে রাখিয়া নামায পড়িতেন এবং সকলে তাঁহার পিছনে শরীক হইত। তিনি ভ্রমন অবস্থায়ও নামাযের সময় ঐরূপ করিতেন।

ছোতরা কতটুকু ব্যবধান রাখিবে?

৩১২। হাদীছ ঃ—ছাহ্‌ল ইবনে ছায়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামায-স্থান ও মসজিদের কেবলা-দিকের দেওয়ালের মধ্যে এতটুকু ব্যবধান থাকিত যে, মধ্য দিয়া একটি বকরি যাতায়াত করিতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ—নামায-স্থানে অর্থ সেজদার স্থান। ছোতরা এত নিকটেও রাখিবে না যে, সেজদার সময় মাথায় লাগে; এত দূরেও রাখিবে না যে, পথ সঙ্কীর্ণ হয়।

৩১৩। হাদীছ ঃ—সালামাহ ইবনে আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে মিম্বর এবং সম্মুখস্থ দেয়াল—উভয়ের মধ্যে এতটুকু ফাঁক ছিল যে, উহাতে একটি বকরি পথ অতিক্রম করিতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ— রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মিম্বর কাঠের তৈরী ছিল। হযরতের মসজিদে মেহরাব বা সোলতানথান ছিল না। হযরতের ডান পার্শ্বে তাঁহার নামাযের পদদ্বয়ের স্থান বরাবরে মিম্বর স্থাপিত ছিল এবং হযরত (দঃ) নামাযে দাঁড়াইতে এমন স্থানে দাঁড়াইতেন যে, স্বীয় অঙ্গসমূহের স্বাভাবিক প্রশস্ততার সহিত সেজদা করায় দেয়াল যেন মাথায় না লাগে—একটু ব্যবধানে থাকে। সুতরাং উক্ত মিম্বর ও সম্মুখস্থ দেয়ালের মধ্যে যে ফাঁক ও ব্যবধান ছিল—সেই ফাঁকেরই পরিমাণ আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। এতটুকু ফাঁকই হযরতের সেজদার স্থান এবং দেয়ালের মধ্যেও থাকিত। সেজদার স্থান ও ছোতরার মধ্যেও সাধারণতঃ ঐ পরিমাণ ফাঁকই থাকা চাই।

মসজিদের খুঁটি সম্মুখীন হইয়া নামায পড়া

ওমর ফারুক (রাঃ) বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি নামায পড়িতে ইচ্ছা করিবে সে ব্যক্তি মসজিদের খুঁটি ও থাম সমূহের বরাবর স্থানের অধিকারী। যাহারা নামাযরত নয় তাহাদের উচিত ঐ স্থান হইতে সরিয়া পড়া, যেন নামাযী ব্যক্তি ঐ স্থানে নামায আরম্ভ করিতে পারে। নামাযীদের জন্য ছোতরা আবশ্যক, মসজিদের খুঁটি ও থাম উহার জন্য যথেষ্ট।

ছাহাবী ইবনে ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, সে দুই খুঁটির মধ্যস্থলে নামায আরম্ভ করিতেছে, তিনি তাহাকে খুঁটি-সম্মুখে আনিয়া বলেন, এখানে নামায পড়।

৩১৪। হাদীছ ঃ—ইয়াযিদ ইবনে ওবায়েদ বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ছাহাবী সালামাহ ইবনে আকওয়ার সঙ্গে মসজিদে আসিতাম। তাঁহাকে দেখিতাম, তিনি ঐ থামের নিকট নামায পড়েন, যে থামের নিকট (হযরতের পরে) সিন্দুকে কোরআন শরীফ রক্ষিত ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি বিশেষভাবে এই থামের নিকটবর্তী নামায পড়েন কেন। তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ)কে এই থামের নিকট নামায পড়িতে দেখিয়াছি।

আরোহণের পশু বা বৃক্ষ ইত্যাদি সম্মুখী নামায পড়া

যদি গাড়িবার কোন বস্তু না থাকে তবে যানবাহন বা এক হাত উঁচু কোন বস্তু সম্মুখে রাখিয়া কিম্বা বৃক্ষের সম্মুখী দাঁড়াইয়া নামায পড়িবে, উহাই ছোতরা হইবে।

৩১৫। হাদীছ ঃ—ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) স্বীয় আরোহণের উষ্ট্রকে সম্মুখে রাখিয়া উহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেন। যদি উষ্ট্র উপস্থিত না

থাকিত, কোথাও চলিয়া যাইত, তবে উহার উপর বসিবার গদিকে সম্মুখে রাখিয়া উহার দিকে নামায পড়িতেন। (গদির সঙ্গে পিছন দিকে এক বা সোয়া হাত উঁচু একটি খুঁটি থাকে।)

খাট, চৌকি ইত্যাদি সম্মুখী নামায পড়া

৩১৬। হাদীছ ঃ—(এক হাদীছে আছে—"স্ত্রীলোক, কুকুর ও গাধা এর কোন একটি নামাযের সম্মুখ দিয়া গমন করিলে নামায নষ্ট হয়।"* এই হাদীছ দৃষ্টে এরূপ মত পোষণ করা হইত যে, উক্ত কারণে নামায ফাছেদ হইবে। এই মতবাদের লোকদের প্রতি তিরস্কার করিয়া) উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন— তামরা আমাদিগকে (নারী সম্প্রদায়কে) কুকুর ও গাধার সমতুল্য বানাইয়াছ? অথচ অনেক সময় এরূপ হইত যে, আমি খাটের উপর শুইয়া থাকিতাম; নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ খাটের মধ্যস্থল বরাবর মাটিতে দাঁড়াইয়া নামায আরম্ভ করিতেন। এমতাবস্থায় আমার কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইত এবং আমি ওখান হইতে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতাম; নামায অবস্থায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে বিব্রত করা ভাল মনে করিতাম না বিধায় আমি শোয়া অবস্থায়ই পায়ের দিকের পথে সরিয়া পড়িতাম।×

নামাযী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া গমনে বাধা দিবে

ইবনে ওমর (রাঃ) নামাযের শেষ অবস্থায় যখন আত্তাহিয়্যাত পড়িতে বসিতেন, তখনও যদি কেহ তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাইতে উদ্যত হইত তাহাকে বাধা দান করিতেন এবং

---

* অধিকাংশ ইমামগণের মতে এক্ষেত্র নামায নষ্ট হওয়ার অর্থ নামায বাতিল হওয়া নহে, বরং নামাযে একাগ্রতা বিনষ্ট হওয়া উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এই বস্তুত্রয়ের কোন একটি নামায অবস্থায় সম্মুখ দিয়া গেলে নামাযের একাগ্রতা ব্যহত হয়। কারণ, নারীর ব্যাপারে পুরুষের মধ্যে সাধারণতঃ মানবীয় দুর্বলতা স্বাভাবিক ভাবেই রহিয়াছে; সম্মুখ দিয়া নারীর গমন হইলে পুরুষের উপর চঞ্চলতার প্রতিক্রিয়া হয়; আর হাদীছ দৃষ্টে দেখা যায়, গাধা ও কুকুরের সহিত শয়তানের বিশেষ সংশ্রব আছে, অতএব সম্মুখ দিয়া উহার গমনে বিচলতার আধিক্য হইবে। সুতরাং নামায আরম্ভ করিতে এই বস্তুত্রয়ের গমন আশঙ্কা এড়াইবার ব্যবস্থায় বিশেষ তৎপর হইবে।

বিবি আয়েশার ঘটনা হযরতের ব্যক্তিগত ঘটনা; নামাযে হযরতের সুদৃঢ় একাগ্রতার সহিত অন্যের তুলনা হইতে পারে না; এতদ্‌সত্ত্বেও আয়েশা (রাঃ) অতি প্রয়োজন ক্ষেত্রেও যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করিতেন যে, শোয়া অবস্থায় সম্মুখ হইতে এমন ভাবে সরিয়া পড়িতেন যাহাতে পূর্ণ পরিদৃষ্ট না হন এবং হযরতের একাগ্রতায় ব্যঘাত ঘটায় হযরত বিব্রত না হন। অবশ্য যদি নারীদের অতিক্রমে মূল নামাযই বাতিল সাব্যস্ত হইত তবে নিশ্চয় বিবি আয়েশা ঐরূপও করিতেন না এবং হযরত (দঃ) বিবি আয়েশার ঐরূপ ভাবে সরিয়া পড়াকেও নিষিদ্ধ বলিতেন।

× নামাযীর সম্মুখ অতিক্রম করা গোনাহ ও নিষিদ্ধ; সম্মুখ হইতে সরিয়া যাওয়া ঐরূপ গোনাহ নহে। অবশ্য ইহাকেও সতর্কতামূলক মকরুহ বলা হয়।

কা'বা ঘরের ভিতরেও যদি কেহ এরূপ করিতে উদ্যত হইত তাহাকে বাধা দিতেন।* তিনি ইহাও বলিতেন যে, যদি সাধারণ বাধায় বিরত না থাকে, তবে সজোরে আঘাত করিবে।

৩১৭। হাদীছ ঃ— আবু সায়ীদ (রাঃ) জুমা'র দিন মসজিদের থাম ইত্যাদি কোন একটি বস্তুর বরাবর দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিলেন; হঠাৎ এক যুবক উহার ভিতর দিয়া তাঁহার সম্মুখ কাটিয়া যাইতে উদ্যত হইলে তিনি তাহার বুকের উপর ধাক্কা দিলেন। সে এদিক ওদিক তাকাইয়া কোন সুযোগ না দেখিয়া পুনরায় ঐরূপ করিলে তিনি আরও জোরে ধাক্কা দিলেন। যুবক ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করিল এবং পরে শাসনকর্তা মারওয়ানের নিকট নালিশ দায়ের করিল; এমন সময় আবু সায়ীদ (রাঃ) সেখানে পৌছিলেন। মারওয়ান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আপনারই এক মোসলমান ভাই-এর ছেলেকে কি দোষে এরূপ করিয়াছেন? আবু সায়ীদ (রাঃ) এক হাদীছ বর্ণনা করিলেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ ছোত্রা সম্মুখীন নামায পড়ে তখন যদি কোন ব্যক্তি উহার ভিতর দিয়া সম্মুখ কাটিয়া যাইতে উদ্যত হয় তবে তাহাকে বাধা দিবে। বাধা না মানিলে তাহার প্রতিরোধে লড়াই অর্থাৎ কঠোর ব্যবস্থা প্রয়োগ করিবে; সে নিশ্চয়ই শয়তান।

ব্যাখ্যা ঃ— এই হাদীছের অর্থ এই নয় যে, উভয়ে মারামারি আরম্ভ করিয়া দিবে এবং ইহাতে নামায ফাছেদ হইবে না। এখানে উদ্দেশ্য এই যে, এরূও কার্য্য অত্যন্ত দূষণীয় এবং ঐ ব্যক্তি কঠোর শাস্তির উপযুক্ত। তবে বাধাদানের নিয়ম এই যে, শুধু এক হাত দ্বারা তাহার বুকে ধাক্কা দিয়া তাহাকে সতর্ক করিবে, পুনরায় আবশ্যক হইলে জোরে ধাক্কা দিবে, এর চেয়ে বেশী কিছু করিতে যাইয়া দুই হাত ব্যবহার করিলে বা অধিক নড়াচড়া করিলে বা কেবলা দিক ব্যতিক্রম হইলে নামায ফাছেদ হইয়া যাইবে।

নামাযী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া গমন করা বড় গোনাহ

৩১৮। হাদীছ ঃ—আবু জোহায়ম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—নামাযরত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া যাতায়াতকারী যদি উপলব্ধি করিতে পারিত যে, এরূপ করা কত বড় গোনাহ; তবে চল্লিশ (দিন বা মাস বা বৎসর) দাঁড়াইয়া থাকিতে হইলেও সে নামাযের সম্মুখ কাটিয়া কখনও যাইত না।

ছোট শিশুকে কাঁধে লইয়া নামায পড়া

৩১৯। হাদীছ ঃ—আবু কাতাদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় দৌহিত্রী (জয়নবের মেয়েকে) কাঁধে লইয়া নামায পড়িতেন। সেজদার সময় তাহাকে নামাইয়া রাখিতেন এবং দাঁড়াইবার সময় পুনঃ উঠাইয়া লইতেন।

---

* ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, হেরেম শরীফেও নামাযের সম্মুখ কাটিয়া যাওয়া নিষিদ্ধ।

ব্যাখ্যা ঃ—এই সমস্ত নড়াচড়া ইত্যাদি যদি শুধু এক হাতের সাহায্যে সামান্য ক্রিয়া দ্বারা সম্পন্ন করা হয় তবে ইহাতে নামায ফাছেদ হইবে না। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাই করিতেন, নতুবা নামায ফাছেদ হইয়া যাইবে। আর একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নামাযের মধ্যে তাঁহার মন ও ধ্যানকে এত দৃঢ়তার সহিত মগ্ন রাখিতেন যে, কোন বিষয়ই তাঁহার মন ও ধ্যানকে এদিক ওদিক ধাবিত করিতে পারিত না। সেরূপ অবস্থার অধিকারী না হইয়া শুধু এতটুকু দেখিলে চলিবে না যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) নামাযের মধ্যে এরূপ ঝামেলার সংশ্রব রাখিয়াছেন। সর্বসাধারণের জন্য বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে এরূপ করা মকরূহ সাব্যস্ত করা হইয়াছে। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিবে যে, শিশুর শরীর বা কাপড় যেন তাহার মল-মূত্র ইত্যাদির দরুন নাপাক না হয়, নতুবা নামায ফাছেদ হইয়া যাইবে।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● শুধু লুঙ্গি পরিধান করিয়া শরীর আবৃত করার অন্য কোন কাপড় ব্যবহার ব্যতিরেকেই নামায শুদ্ধ হইবে (৫৩ পৃঃ)। ● নামায অবস্থায় স্বীয় কাপড় স্ত্রীকে স্পর্শ করিলে নামাযের ক্ষতি হইবে না (৫৫ পৃঃ ১২৬ হাঃ)। ● অমোসলেমরা যে সব বস্তুর পূজা করিয়া থাকে, যেমন—আগুন; অগ্নিপূজক কাফেররা উহার পূজা করে। কিম্বা অমোসলেমরা কোন বিশেষ বস্তুকে পূজনীয় বানাইয়া নিয়াছে; যেমন—কোন বৃক্ষ ইত্যাদি—এইরূপ কোন বস্তু নামাযী ব্যক্তির সম্মুখে আছে; সে ক্ষেত্রে নামাযী ব্যক্তির ধ্যান-ধারণা ও নিয়্যত পূর্ণ একাগ্রতার সহিত একমাত্র আল্লাহ তায়ালার প্রতি নিবদ্ধ থাকিলে তাহার নামায শুদ্ধ হইয়া যাইবে, কিন্তু ঐরূপ বস্তু প্রকাশ্যভাবে সম্মুখে রাখিয়া নামায পড়া নিষিদ্ধ। অবশ্য আকৃতিবিশিষ্ট নয় এমন বস্তু—যেমন, পূজনীয় বট-বৃক্ষ বা অগ্নি ইত্যাদি সম্মুখে থাকিলে (অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণী পর্য্যায়ের) মকরূহ সাব্যস্ত হইবে। এমনকি বাতি-প্রদীপ, তন্দুর-চুলা ইত্যাদি কেবলা স্থলে রাখিয়া সোজাসুজি তদমুখী হইয়া নামায পড়াকেও মকরূহ বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐরূপ কোন বস্তু সম্মুখে অপ্রকাশ্য থাকিলে দুষণীয় হইবে না (৬১ পৃঃ)। আর আকৃতিবিশিষ্ট মূর্তি ইত্যাদি সম্মুখে থাকিলে সেস্থলে নামায পড়া হারাম হইবে। ● গির্জা ইত্যাদি ইহুদ নাছারাদের এবাদৎ-খানায় নামায পড়াকে সাধারণভাবে মকরূহ বলা হইয়াছে এবং মকরূহ তাহরীমী সাব্যস্ত করা হইয়াছে। অবশ্য গির্জার মধ্যে কোন ছবি বা মূর্তি, যেমন—বিবি মরয়্যামের বা ঈসা আলাইহেচ্ছালামেরও মূর্তি বা ছবি থাকিলে সেখানে নামায পড়া, বরং সাধারণভাবে প্রবেশ করাও নিষিদ্ধ।

খলীফা ওমর (রাঃ) একবার সিরিয়া পরিদর্শনে আসিলে তথাকার এক বিশিষ্ট নাছারাণী খৃষ্টান তাঁহার জন্য (গির্জা ঘরে) ভোজ-সভা অনুষ্ঠানের ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তিনি

বলিলেন, তোমাদের গির্জা সমূহে (পীর-পয়গাম্বরগণের) বিভিন্ন ছবি থাকে; ছবি থাকার কারণে আমি তথায় যাইব না।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রয়োজনে গির্জায় নামায পড়িতেন, কিন্তু ছবি থাকিলে তথায় নামায পড়িতেন না—বৃষ্টি হইলেও বাহিরে নামায পড়িতেন (৬২ পৃঃ ২৮৯ হাঃ)।

হিন্দুদের পূজার ঘর ভিন্ন জিনিষ; উহা ত এবাদৎখানা মোটেই নহে, বরং উহা ত প্রকাশ্য শেরেক ও মূর্তি পূজার ঘর। তথায় কোন অবস্থায়ই নামায পড়িবে না।

● মসজিদের মধ্যেও দুনিয়াদারীর কথাবার্তা ত নিষিদ্ধ, কিন্তু কোন দুনিয়াদারী বিষয় সম্পর্কে শরীয়তে মছআলাহ বর্ণনা করা এবং সেই উপলক্ষে উহার আলোচনা করা দুষণীয় নহে। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার মসজিদের মিম্বরে বসিয়া ক্রয়-বিক্রয়ের মছআলাহ বর্ণনা করিয়াছেন। অপর এক ঘটনায় হযরত (দঃ) মদের ব্যবস্থা হারাম হওয়ার মছআলাহ মসজিদের মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন (৬৫ পৃঃ)।

● কোন পশুকে মসজিদে প্রবেশ করান নিষিদ্ধ; অবশ্য যদি বিশেষ প্রয়োজন হয় তবে প্রবেশ করাইতে পারিবে, কিন্তু উহার মল-মূত্রে মসজিদ অপবিত্র না হয় উহার সর্ব-প্রকার ব্যবস্থা সম্পন্ন রাখিবে (৬৬ পৃঃ)। ● অমোসলেমকে মসজিদে প্রবেশ করিতে দেওয়া ইমাম মালেক রহমতুল্লাহে আলাইহের মজহাবে নিষিদ্ধ। হানফী মজহাব মতে শুধু মোসলমান না হওয়ার কারণে মসজিদে প্রবেশ করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ নহে (৬৭ পৃঃ)। কিন্তু মসজিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ার বিভিন্ন কারণ অমোসলেমের মধ্যে সাধারণতঃ বিদ্যমান থাকে; যেমন, অপবিত্র শরীর বা কাপড় বহনকারীর মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ। অমোসলেমরা জানাবাতের গোসলে শরীয়ত সম্মতরূপে মোটেই তৎপর নহে, পায়খানা-প্রস্রাবে সৌচকার্য্য সম্পর্কেও তাহাদের যে রীতি তাহাদের শরীর ও কাপড় অপবিত্র থাকেই। এই দৃষ্টিতেই ফৎওয়ার মধ্যে মসজিদে অমোসলেমদের প্রবেশ নিষিদ্ধ দেখা যায় (এমদাদুল ফৎওয়া ২য় খণ্ড)। ● মসজিদের মধ্যে গোলাকারে একত্রিত হইয়া বসা—ইহা যদি দ্বীনের শিক্ষা এবং ওয়াজ-নছিহত শুনিবার জন্য হয় এবং সাধারণ নামাযীদের চলাচলে ব্যাঘাত না ঘটায় তবে জায়েয; অন্যথায় জায়েয নহে (৬৮ পৃঃ)।

● জন-সাধারণের চলাচলের পথে মসজিদ তৈরী করা? অর্থাৎ চলাচলের সাধারণ যাহা কাহারও ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত নহে, এইরূপ পথ যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রশস্ত হয় তবে জনগণের চলাচল ব্যাঘাত না ঘটাইয়া ঐ পথের কিছু অংশে মসজিদ তৈরী করা জায়েয (ঐ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য:— কাহারও ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারে নয় এবং সরকার কর্তৃক জনগণের প্রয়োজনে সংরক্ষিত এলাকাও নয় এইরূপ জায়গায় জনগণের প্রয়োজনে মসজিদ তৈরী করা জায়েয আছে এবং সেই মসজিদ বৈধ মসজিদ গণ্য হইবে। অবশ্য এইরূপ স্থানে

মসজিদ তৈরী করিতে যদি কোন ক্ষেত্রে জনগণের মতবিরোধ দেখা যায় তবে সে ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে (ফতহুল-বারী ১—৪৪৫, ফয়জুল বারী ৩—৭১ দ্রষ্টব্য)।

● বাজার শরীয়তের দৃষ্টিতে নিকৃষ্টতম স্থান, কিন্তু বাজারের কোন স্থানে বা বাজারে নামাযের জন্য নির্দ্ধারিত স্থানে নামায পড়িলে নামায শুদ্ধ হইবে। তদ্রূপ মসজিদে নামায পড়া আবশ্যক, কিন্তু নিজ গৃহে নামায পড়িলে শুদ্ধ হইবে (৬৯ পৃঃ)।

মসজিদ ভিন্ন অন্য স্থানে জমাতে নামায পড়িলে জমাতের ছওয়াব হাসিল হইবে, কিন্তু মসজিদের ফজিলত ও ছওয়াব হইতে বঞ্চিত থাকিবে। (ফয়জুল-বারী ২—৭১)

● সম্মুখ দিয়া লোক যাতায়াতের প্রয়োজন বা সম্ভাবনা রহিয়াছে এরূপ স্থানে নামায পড়িলে সেজদাস্থলের সংলগ্নে কোন বস্তু দাঁড় করিয়া বা উঁচু বস্তু রাখিয়া নামাযে দাঁড়াইতে হয়—সেইরূপ বস্তুকে ছোতরা বলা হয়। ছোতরা অন্ততঃ এক হাত উঁচু যে কোন বস্তুই হইতে পারে, যেমন লাঠি বা বর্শা—যদি উহাকে গাড়িয়া লওয়া হয় (৭১ পৃঃ)। ● সব জায়গায়ই ছোতরা প্রয়োজন। নামাযী ব্যক্তির সম্মুখে ছোতরা না থাকিলে তাহার সম্মুখ দিয়া যাইবে না (৭২ পৃঃ)।

● মসজিদের খুঁটি বা থাম সমূহের মধ্যস্থলে একাকী নামায পড়া জায়েয, কিন্তু অন্য মুছল্লিদের চলাচলে বিঘ্নের কারণ না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখিবে।

জমাতের সময় খুঁটি বা থাম সমূহের মধ্যস্থলে এইভাবে কাতার বানান যে, খুঁটি ও থাম কাতার কর্তনকারী হয় তাহা দূষণীয়, যদি বিশেষ প্রয়োজন না হয়। আর যদি জায়গার অভাবে ঐরূপ কাতার বাঁধার প্রয়োজন বোধ হয় তবে দূষণীয় নহে (৭২)। ● কাহারও মুখামুখী হইয়া নামায পড়া মকরুহ তাহ্‌রিমী। যদি নামাযী ব্যক্তিই কাহারও মুখামুখী নামাযে দাঁড়ায় তবে উহার গোনাহ নামাযী ব্যক্তির হইবে, আর নামায আরম্ভ করার পর কেহ তাঁহার মুখামুখী হইলে গোনাহ সেই ব্যক্তির হইবে (শামী ১—৬০২)।

ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন যে, মুখামুখী হওয়ার দরুন যদি নামাযী ব্যক্তি বিব্রত হয় তবে উহা মকরুহ হইবে, অন্যথায় নহে (৭৩ পৃঃ)। কিন্তু ফেকাবিদগণ সর্বাবস্থায়ই উহাকে মকরুহ তাহ্‌রিমী বলিয়াছেন। ● ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সম্মুখে রাখিয়া নামায পড়া জায়েয আছে (৭৩ পৃঃ ২৫৭ হাদীছ)। ● নামাযের সময় সম্মুখে কোন মেয়েলোক ঋতুবতি থাকিলেও নামায নষ্ট হইবে না (৬৩ পৃঃ ২৫৬ হাঃ)। ● নামাযের সম্মুখ দিয়া যে কোন বস্তুর (কুকুর, গাধা বা কোন মেয়েলোকের) গমনে নামায নষ্ট হইবে না (৭৩ পৃঃ ৩১৭ হাদীছ) অবশ্য সেইরূপ সম্ভাবনার স্থলে সতর্কতা অবলম্বন না করায় ঐরূপ ঘটিলে মকরুহ গণ্য হইবে। ● নামায অবস্থায় স্ত্রী বা কোন মহ্‌রম নারীর স্পর্শনে নামাযের ক্ষতি হইবে না (৭৪ পৃঃ)।

——↑——

নামাযের ওয়াক্তে নির্দ্ধারণ

আল্লাহ তায়ালা ফরমাইয়াছেন—

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا -

"নির্দ্ধারিত সময়ে নামায পড়াকে মোমেনদের উপর ফরজ করা হইয়াছে।

অর্থাৎ নামায যে কোন সময় পড়িয়া লইলেই ফরজ আদায় হইবে না, বরং নামাযের জন্য যে সময় নির্দ্ধারিত আছে সেই সময় মত নামায আদায় করিতে হইবে। (৫ পাঃ ১২ রুঃ)

৩২০। **হাদীছ ঃ**—ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) যখন বাদশাহ অলীদ ইবনে আবদুল মালেকের পক্ষ হইতে মদীনার শাসনকর্তা তখন) একদা (তিনি) আছরের নামায আদায় করিতে বিলম্ব করিয়া ফেলিলেন। তৎক্ষণাৎ ওরাওয়াহ্ ইবনে জোবায়ের (রঃ) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মুগিরা ইবনে শো'বা (রাঃ) ইরাকের শাসনকর্তা থাকাকালীন এরূপ একদিন নামায পড়িতে বিলম্ব করিলে ছাহাবী আবু মসউদ আনছারী (রাঃ) তাঁহার প্রতি অভিযোগ করিলেন এবং রাগান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুগিরা! এ কি ব্যাপার? আপনি জ্ঞাত নহেন যে, (নামাযের নির্দ্ধারিত সময় অবহেলার বস্তু নয়, উহা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়াই উহার জন্য আল্লাহ তায়ালা বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সময় নির্দ্ধারণ শুধু বর্ণনার দ্বারাও হইতে পারিত, কিন্তু) আল্লাহ তায়ালা (তাহা না করিয়া উহার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রত্যেকটি নামাযের সময় নির্দ্ধারিত করিয়া কার্য্যতঃ দেখাইয়া দিবার জন্য) স্বয়ং জিব্রীল ফেরেশতাকে পাঠাইলেন। তিনি প্রত্যেক নামায উহার ওয়াক্ত মত পড়িলেন এবং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)ও তাঁহার সঙ্গে নামায পড়িলেন। অতঃপর জিব্রীল (আঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিলেন—আপনার প্রতি আল্লার আদেশ এই যে, আপনি এই নির্দ্ধারিত সময় সমূহে নামায আদায় করিবেন।

ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) এই বয়ান শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, হে ওরওয়াহ্! চিন্তা করিয়া কথা বলুন। স্বয়ং জিব্রীল (আঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া নামাযের সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন কি? ওরওয়াহ্ (রঃ) বলিলেন—হাঁ, নিশ্চয়। এই ঘটনা বর্ণনাকারী আবু মসউদ (রাঃ) ছাহাবীর ছেলে বশীর তাঁহার পিতা হইতে এই ঘটনা আমাকে শুনাইয়াছেন; (ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।)

অতঃপর ওরওয় (রঃ) আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আরও একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যাহাতে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) আছর নামায এরূপ বিলম্বে পড়িতেন

না যেরূপ বিলম্বে ওমর ইবনে আবদুল আজিজ ঐ দিন পড়িয়াছিলেন। উক্ত হাদীছটির অনুবাদ ৩৩২ নম্বরে আসিবে।

ব্যাখ্যা :—অন্যান্য হাদীছে বিস্তারিত বিবরণ আসিয়াছে যে, মে'রাজের রাত্রে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করা হইল। তিনি মে'রাজ হইতে প্রত্যাবর্তন করার পর দিনের বেলা সূর্য্য আকাশের ঠিক মধ্য রেখা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে জিব্রীল ফেরেশতা হযরতের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কা'বা গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সঙ্গে লইয়া জোহরের নামায পড়িলেন। এইরূপে পর পর আছর, মগরেব, এশা ও ফজর প্রত্যেকটি নামাযের জন্যই জিব্রীল ফেরেশতা অবতরণ করিলেন এবং এই দিন প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযই উহার সময়ের সর্বাগ্রভাগে আদায় করিলেন। দ্বিতীয় দিন আবার জোহর, আছর, মগরেব, এশা ও ফজর প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযই উহার সর্বশেষ ওয়াক্তে আদায় করিলেন এবং রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রত্যেকটি নামায এই দুই দিন যে দুই সময় আরম্ভ ও শেষ করা হইল এই সময়দ্বয়ের মধ্যবর্তী সময়কে ঐ নামাযের জন্য নির্দ্ধারিত করা হইল। পূর্বের নবীগণের জন্যও এইরূপই করা হইয়াছিল।

নামাযের দ্বারা গোনাহ মাফ হইয়া থাকে

৩২১। **হাদীছ :**—হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা খলীফা ওমরের নিকট (তাঁহার খেলাফত কালে) বসিয়াছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঐ সমস্ত বয়ান স্মরণ রাখিয়াছে কি যাহা তিনি "ফেৎনা" সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন? হোযায়ফা (রাঃ) বলিলেন, আমি। ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমাকে ত এ বিষয়ে বড় সাহসী দেখা যায়; আচ্ছা, বলা। হোযায়ফা (রাঃ) বলিলেন, (রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন—) পরিবারবর্গ, ছেলেমেয়ে, পাড়া-পড়শী (তথা পরিবেশ) ও ধন-দৌলত দ্বারা (আকৃষ্ট হইয়া বা এই সব জিনিষের ব্যাপারে শরীয়তের যে নীতি রহিয়াছে ইহাতে) মানুষ যে, ফেৎনায় পতিত হয় অর্থাৎ ত্রুটি-বিচ্যুতি করিয়া ফেলে এবং নানারকম গোনাহ করে (যাহা সাধারণতঃ ছগিরা গোনাহ হয়) উহা নামায, রোযা, ছদকা, সৎকার্য্যে আকৃষ্ট করন ও অসৎ কার্য্যে বাধাদান (ইত্যাদি নেক কার্য্যে) সমূহের দ্বারা মাফ হয়।

ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি এই অর্থের ফেৎনার কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, আমার জিজ্ঞাসা ঐ ফেৎনা তথা বিপর্য্যয় বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে যাহা (কালক্রমে) উথলিত সমুদ্রের তরঙ্গমালার ন্যায় প্রচণ্ড ও ব্যাপক আকারে একের পর এক হু হু করিয়া সমাজে প্রবেশ করিবে এবং সমাজকে ধ্বংস করিবে। হোযায়ফা (রাঃ) বলিলেন—হে আমিরুল-মোমেনীন! সে বিষয় আপনার চিন্তা করিতে হইবে না; ঐ ফেৎনা আপনাকে স্পর্শও করিতে পারিবে

না। আপনার (সময়কালের) মধ্যে এবং ঐসব ফেৎনার মধ্যে লৌহ নির্মিত বন্ধ দ্বার প্রতিবন্ধকরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। খলীফা ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন (মোসলেম সমাজের দুর্ভাগ্যের সময় যখন ঘনাইয়া আসিবে তখন) ঐ বন্ধ দ্বার খোলা হইবে—না, ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে? হোযায়ফা (রাঃ) বলিলেন, ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে। ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে ত উহা বন্ধ করার ব্যবস্থা কেয়ামত পর্য্যন্ত আর হইবে না।

(হোযায়ফা (রাঃ) বলেন—) মোসলেম সমাজে ফেৎনা তথা বিপর্য্যয় এবং হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রতিবন্ধক দরওয়াজা স্বয়ং ওমর (রাঃ) নিজেই ছিলেন—যাহা তিনি নিজেও সন্দেহাতীতরূপে জানিতেন। (তিনি যে এক পারসীক মোনাফেক—হুর্মুযান রাজার ষড়যন্ত্রে দুর্বৃত্ত ঘাতকের হাতে শহীদ হইবেন, তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছিল "দরওয়াজা ভাঙ্গা হইবে" বলিয়া। আর সেই সময় হইতেই ফেৎনার পত্তন হইল।)

ব্যাখ্যাঃ— "ফেৎনা" শব্দের দুইটি অর্থ আছে। প্রথম—ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বিপথগামী হওয়া। দ্বিতীয়—বিপর্য্যয়, হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলা। হোযায়ফা (রাঃ) প্রথমে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যে ফরমান বয়ান করিলেন উহাতে ফেৎনা শব্দ প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ দুনিয়ার বিভিন্ন ব্যাপারে বা বিভিন্ন মোহ ইত্যাদিতে বেষ্টিত হইয়া খোদাকে ভুলিয়া মানুষ পদে পদে যে অসংখ্য ছোটখাট গোনাহ করিতে থাকে যদিও উহার এক একটি ছোট ছোট হয়, কিন্তু উহা এত অগণিত পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে যে, আপাদ-মস্তক গোটা মানুষটি তাহাতে ডুবিয়া জাহান্নামী হইবার জন্য যথেষ্ট হয় এবং এরূপ হইলে অতি নগণ্য সংখ্যক মানবই জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইতে পারিবে। তাই মানবের প্রতি আল্লাহ তায়ালা মেহেরবান হইয়া আশা দিয়াছেন যে, সতর্ক থাকিয়া যথাসাধ্য সচেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও উল্লিখিত রকমের যত ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি হইবে, উহা নেক আমল যথা—নামায, রোযা ইত্যাদির দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে মাফ হইতে থাকিবে।

হোযায়ফা (রাঃ) "ফেৎনা" শব্দের যে অর্থে হাদীছ শুনাইলেন সেই অর্থের ফেৎনার হাদীছ খলীফা ওমরের জিজ্ঞাস্য ছিল না, বরং তিনি ঐ শব্দের দ্বিতীয় অর্থের হাদীছ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরে কালক্রমে মোসলেম সমাজে নানা কারণে যে বিপর্য্যয় এবং বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামা আরম্ভ হইবে, এমনকি পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ, মারামারি, কাটাকাটি তুফান আকার ধারণ করিবে উহার বিষয় খলীফা ওমর অবগত হইতে ইচ্ছুক ছিলেন। এ সমস্ত বিষয় রসুলুল্লাহ (দঃ) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন, এমনকি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের নাম ও পরিচয় সহ তাহাদের আত্মপ্রকাশের সময় ও স্থান নির্দিষ্ট করিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। অনেক হাদীছে ঐরূপ তথ্য কিছু কিছু বর্ণিত আছে। যথা:—

হাদীছ—আবু বকরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় অচিরেই বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। সতর্ক থাকিও—তারপর আরও অধিক বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে; উহাতে বসা ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি হইতে উত্তম, যে হাঁটিয়া চলিবে সে ধাবমান হইতে উত্তম। (অর্থাৎ সেই বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা হইতে যে যতটুকু সংযত ও বিরাগী হইবে সে ততটুকুই উত্তম গণ্য হইবে।) সেই বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা যখন আরম্ভ হইবে তখন যাহার উট আছে সে নিজের উট লইয়া, যাহার বকরী আছে, সে বকরী লইয়া এবং যাহার জায়গা আছে সে উহা লইয়া লিপ্ত থাকাই তাহার কর্তব্য হইবে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, যাহার ঐ সব কিছুই নাই? হযরত (দঃ) বলিলেন, সে পাথর দ্বারা স্বীয় তরবারির ধার ভাঙ্গিয়া দিবে এবং সুযোগ থাকিলে দ্রুত ছুটিয়া পলাইবে। এই পর্য্যায়ে হযরত নবী (দঃ) দুইবার আল্লাহকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ! আমি আমার কথা পৌঁছাইয়া দিলাম। এই ব্যক্তি জিজ্ঞাস করিল, যদি আমি কোন দলের বল প্রয়োগে বাধ্য হই সেই দলে শামিল হইতে এবং কাহারও তরবারি বা তীরের আঘাতে আমার মৃত্যু হয়? হযরত (দঃ) বলিলেন, সে ক্ষেত্রে হত্যাকারী (কেয়ামতের দিন) যে ভাবে নিজের গোনাহের বোঝা উঠাইবে তদ্রূপ তোমার গোনাহের বোঝাও তাহার উপর পতিত হইবে এবং সে দোযখে যাইবে। (মোসলেম)

হাদীছ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন অচিরেই বিভিন্ন রকম বিপর্য্যয় বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে; উহাতে শোয়া ব্যক্তি বসা ব্যক্তি হইতে, বসা ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তি হইতে, দণ্ডায়মান চলমান হইতে, চলমান ব্যক্তি ধাবমান হইতে উত্তম গণ্য হইবে। সেই বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলার প্রতি যে কেহ তাকাইয়া দেখিবে তাহাকেই উহা জড়াইয়া লইবে, অতএব উহা হইতে দূরে থাকিবার আশ্রয়স্থল পাইলে আশ্রয় নিবে। (ঐ)

হাদীছ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, সুযোগ থাকিতে নেক আমল করিতে বদ্ধবান হও বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার পূর্বে—যাহা অমাবস্যা রাত্রির অন্ধকারের ন্যায় পুঞ্জিভূত হইয়া আসিবে। উহাতে সকাল বেলার মোমেন ব্যক্তি বিকাল বেলায় কাফের হইয়া যাইবে, বিকাল বেলার মোমেন ব্যক্তি সকাল বেলায় কাফের হইয়া যাইবে—সে দুনিয়ার লোভে নিজের দ্বীনকে বিক্রয় করিবে।

(মোসলেম—মেশকাত শরীফ)

হাদীছ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, দুনিয়া শেষ হইবে না—এইরূপ যুগ না আস পর্য্যন্ত যখন হত্যাকারী নিজেও জানিবে না, কেন সে হত্যা করিল, নিহত ব্যক্তিও জানিবে না কেন তাহাকে হত্যা করা হইল। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইহা কিরূপে হইবে? হযরত (দঃ) বলিলেন, অত্যধিক রক্তারক্তির কারণে। (তখন অনেক ক্ষেত্রে ঝগড়া-বিবাদ করায় উভয়ই বাতেলের উপর হইবে, ফলে) হত্যাকারী ও নিহত উভয়ই দোযখী হইবে।

হাদীছ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, অচিরেই এরূপ বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইবে যাহা সম্পূর্ণ বধির, বোবা ও অন্ধ হইবে। যে কেহ উহার প্রতি তাকাইবে তাহাকেই উহা জড়াইয়া ধরিবে; উহাতে মুখের অংশগ্রহণ তরবারির অংশগ্রহণের ন্যায়ই গণ্য হইবে। (আবু দাউদ—মেশকাত)

পাঠকবৃন্দ! মোসলেম সমাজে বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলার আগমনের আরও অনেক ভবিষ্যদ্বাণীর হাদীছ রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে বর্ণিত আছে—সপ্তম খণ্ড "ফেৎনা-ফছাদ বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা" পরিচ্ছেদে ঐরূপ বহু হাদীছের অনুবাদ রহিয়াছে। সেই বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী দল ও দলপতিদের পরিচয় হযরত (দঃ) বয়ান করিয়া গিয়াছেন। হাদীছে উহারও প্রমাণ আছে। যথা—

হাদীছ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী যত দলপতি দুনিয়া শেষ হওয়া পর্য্যন্ত হইবে—যাহার দলে মাত্র তিনশত বা কিছু বেশী লোকও হইবে এরূপ একজন দলপতিকেও রসুলুল্লাহ (দঃ) বাদ দেন নাই; ঐরূপ প্রত্যেক জনের নাম, তাহার পিতার নাম এবং তাহার গোত্রের নামও রসুলুল্লাহ (দঃ) বয়ান করিয়া গিয়াছেন। (আবু দাউদ—মেশকাত শরীফ)

উল্লিখিত বয়ান-বর্ণনা বিক্ষিপ্ত আকারে ত হইতই; এতদ্ভিন্ন এই বিষয়ে এক আনুষ্ঠানিক সুদীর্ঘ ভাষণও হযরত (দঃ) দিয়াছেন। হোযায়ফা (রাঃ) ই উহার খোঁজ দানে বলিয়াছেন—একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদের সমাবেশে ভাষণ দানে দাঁড়াইলেন। কেয়ামত পর্য্যন্ত যত (বিশেষ বিশেষ এবং বিপর্য্যয়ের) ঘটনা ঘটিবে সবই সেই ভাষণে বয়ান করিলেন। যে স্মরণ রাখিতে পারিয়াছে স্মরণ রাখিয়াছে, আর যে স্মরণ রাখিতে পারে নাই সে ভুলিয়া গিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে সেই বর্ণনার ঘটনা ঘটে যাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু ঘটনা দেখিয়া হযরতের সেই বর্ণনা স্মরণ হয়। যেরূপ এক ব্যক্তি কাহারও আকৃতি দেখিয়া পরিচয় লাভ করিয়াছে, সে অন্যত্র চলিয়া গেলে ঐ ব্যক্তি তাহাকে ভুলিয়া যায়, কিন্তু পুনরায় দেখিলেই পূর্বের পরিচয় স্মরণ আসে। (বোখারী শরীফ—মোসলেম শরীফ)

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সেই ভাষণ যে কত দীর্ঘ ছিল তাহার স্পষ্ট উল্লেখও মোসলেম শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে। আবু যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদেরকে নিয়া ফজর নামায পড়িলেন। নামাযান্তে হযরত (দঃ) মিম্বরে আরোহণ করিলেন এবং ভাষণ দিতে আরম্ভ করিলেন। জোহরের নামাযের ওয়াক্ত হইল, হযরত (দঃ) মিম্বর হইতে নামিয়া জোহরের নামায পড়িলেন এবং পুনঃ মিম্বরে চড়িলেন ও ভাষণ দিতে আরম্ভ করিলেন। আছরের ওয়াক্ত হইল; হযরত (দঃ) মিম্বর হইতে নামিয়া আছরের নামায পড়িলেন; আবার মিম্বরে চড়িয়া ভাষণ আরম্ভ করিলেন এবং সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ভাষণ দিলেন। যত কিছু ঘটিয়াছে এবং ঘটিবে সব বয়ান করিলেন।

খলীফা ওমর (রাঃ) সকল ফেৎনা—বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধের লৌহ-দ্বার ছিলেন বলিয়া এখানে যাহা উল্লেখ হইয়াছে তাহা স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক বর্ণিত। এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছ রহিয়াছে; যেমন—ওসমান ইবনে মাজউন (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি একদা ওমর (রাঃ)কে "হে ফেৎনার তালা" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ওমর (রাঃ) ইহার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বর্ণনা করিলেন, একদা আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ছিলাম, আপনি সেই পথে গমন করিলেন; নবী (দঃ) আপনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এই ব্যক্তি ফেৎনার জন্য তালা—যাবৎ জীবিত থাকিবে তোমাদের এবং ফেৎনার মধ্যে অতি মজবুত বন্ধ দরওয়াজা বিদ্যমান থাকিবে। ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই বৈশিষ্ট্য তৌরাত কেতাবেও উল্লেখ ছিল। (ফতহুল-মোলহেম, ১—২৮৮।৮৯)

৩২২। হাদীছঃ— ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি কোন এক নারীকে চুম্বন করিল; অতঃপর সে ভীষণ অনুতপ্ত হইল এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া ঘটনা ব্যক্ত করিল। (যেন তিনি শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তাহাকে এই কর্মের শাস্তি দান করেন যাহাতে তাহার এই গোনাহ মাফ হইয়া যায়।) ঐ সময় কোরআন শরীফের এই আয়াত নাযেল হয়—

أَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ -

অর্থ—"দিনের উভয় অর্দ্ধে (ফজর, জোহর ও আছর) এবং রাত্রের কিছু অংশে (মগরেব ও এশা) নামায আদায় কর। নিশ্চয় জানিও, নেক আমল গোনাহকে বিলীন করিয়া দেয়।" ঐ ব্যক্তি এই আয়াতের দ্বারা তাহার ঘটনার সমাধান পাইল; তখন সে আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ দঃ)! এই সুযোগ কি শুধু আমার জন্য? হযরত (দঃ) বলিলেন, না—আমার সমস্ত উম্মতের জন্যই এই সুযোগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যাঃ— ছগীরা গোনাহসমূহে এই নিয়ম প্রযোজ্য যে, খাঁটি নেক আমলের দ্বারা উহা মাফ হইয়া যায়। কবীরা গোনাহ মাফ হইবার জন্য বিশেষভাবে তওবা করিতে হইবে। তওবার মূল হাকিকত এই যে, কোন গোনাহ অনুষ্ঠিত হইলে পর উহার জন্য অনুতপ্ত হইয়া আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং ভবিষ্যতের জন্য অন্তরের অন্তস্থল হইতে ঐ গোনাহ না করার স্থির প্রতিজ্ঞা করা; যেমন উক্ত হাদীছে উল্লিখিত ব্যক্তির অবস্থা ছিল। সে স্বীয় গোনাহের উপর কত অনুতপ্তই না হইয়াছিল! এমন কি, সে অস্থির হইয়া নিজেকে মুরুব্বির নিকট সমর্পণ করিয়াছিল, যেন তিনি শাস্তির বিধান করিয়াও গোনাহ মাফ হওয়ার ব্যবস্থা করেন। মানুষ মাত্রই গোনাহ করিয়া থাকে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এরূপ অনুতপ্ত ও অস্থির হওয়ার অর্থই তওবা এবং ইহাই মোমেনের নিদর্শন। যেমন, এক হাদীছে আছে—মোমেনের নিদর্শন এই যে, যখন কোন গোনাহ করিয়া ফেলে তখন সে ভয়ে এরূপ ভীত ও আতঙ্কিত হইয়া পড়ে যেন তাহার মাথার উপর পাহাড় ভাঙ্গিয়া

পড়িতেছে। আর মোনাফেকের অবস্থা ঐ যে. সে গোনাহের প্রতি এরূপ তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করে যেন তাহার নাকের উপর একটি মাছি বসিয়াছে, হাত নাড়িলেই উড়িয়া যাইবে।

ওয়াক্তমত নামায আদায় করার ফজিলত

৩২৩। হাদীছ ঃ— ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলাম—কোন্ আমল আল্লার নিকট সর্বাধিক পছন্দীয়? হযরত (দঃ) ফরমাইলেন, ওয়াক্ত অনুযায়ী নামায আদায় করা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপর? তিনি বলিলেন, মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপর? তিনি বলিলেন, আল্লার রাস্তায় জেহাদ করা। এই পর্য্যন্ত ক্ষান্ত করা হইল; আমি আরও জিজ্ঞাসা করিলে হযরত (দঃ) আরও উত্তর দিতেন।

৩২৪। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকলকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বলত। কাহারও ঘরের দরওয়াজা সংলগ্ন যদি একটী প্রবাহিত নদী থাকে এবং ঐ ব্যক্তি দৈনিক পাঁচবার ঐ নদীতে গোসল করে, তাহার শরীরে কি ময়লা থাকিতে পারে? সকলে উত্তর করিল—না, না, কোন প্রকার ময়লাই থাকিতে পারে না। তখন হযরত (দঃ) ফরমাইলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অবস্থা তদ্রূপই; উহার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা গোনাহ মুছিয়া দেন।

ওয়াক্তমত নামায না পড়া নামাযকে নষ্ট করা

৩২৫। হাদীছ ঃ—একদা আনাছ (রাঃ) অনুতাপ ও আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় (মোসলমানদের মধ্যে) যে সমস্ত (নেক আমল) দেখিয়াছিলাম এখন তাহার একটিও দেখিতে পাই না। এক ব্যক্তি বলিল, নামায এখনও বাকি আছে। আনাছ (রাঃ) বলিলেন, দেখনা! তোমরা নামাযকে কিরূপ নষ্ট করিয়াছ!

৩২৬। হাদীছ ঃ—ইমাম যুহরী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—দামেস্ক শহরে একদা আমি ছাহাবী আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট গিয়া দেখিলাম, তিনি কাঁদিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কাঁদেন কেন? তিনি অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, হায়! (হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায়) যাহা কিছু দেখিয়াছিলাম এখন উহার কিছুই দেখি না। এমনকি, এই নামাযকেও নষ্ট করা হইতেছে। (ইহার প্রতিও মুসলমানদের লক্ষ্য ও আগ্রহ কম হইয়া যাইতেছে, যাহারা নামায পড়িয়া থাকে তাহারাও সময় ইত্যাদির কোনই পাবন্দি করে না)।

গ্রীষ্মকালে দ্বিপ্রহরের তাপ কমিলে জোহর নামায পড়িবে

৩২৭। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—তাপমাত্র বৃদ্ধিকালে (জোহরের) নামায (বিলম্বে) ঠাণ্ডা সময়ে পড়িবে। কারণ, অত্যধিক তাপমাত্রা জাহান্নামের অগ্নিশিখার উত্তাপ।

দোযখের অগ্নি একবার আল্লার দরবারে অভিযোগ করিল, হে পরওয়ারদেগার! (আমরা সর্বদা জাহান্নামে আবদ্ধ আছি, তোমার অনুমতি ব্যতীত বাহিরের দিকে আমরা নিশ্বাসও ফেলিতে পারি না। সুতরাং উত্তাপ বেষ্টনীর ভিতরই আবদ্ধ, তাই) আমরা একে অন্যের দ্বারা ভস্ম হইতেছি। তখন আল্লাহ তায়ালা দোযখকে দুই রকম দুইটি নিঃশ্বাস বাহিরের দিকে ফেলিবার অনুমতি দিলেন—একটি গ্রীষ্মকালে, একটি শীতকালে। গ্রীষ্মকালের অত্যধিক উত্তাপ ঐ জাহান্নামের গরম নিঃশ্বাস হইতে সৃষ্ট এবং শীতকালের অধিক ঠাণ্ডার প্রকোপ ঐ জাহান্নামের ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস হইতে সৃষ্ট।

ব্যাখ্যা ঃ—জাহান্নাম আল্লার অভিশাপ কেন্দ্র, সেই অভিশাপ কেন্দ্রের উত্তেজনা যখন বাহিরে ছড়াইতে থাকে তখন নামায আদায় না করিয়া সেই উত্তেজনার উপশম হইলে পর নামায আদায় করাই বিবেচ্য ও বাঞ্ছনীয়। সাধারণতঃ দুনিয়ার কোন বড় লোকের নিকট দরখাস্ত পেশ করিতে হইলেও তাঁহার মেজাজ, মতি-গতি লক্ষ্য করিয়াই পেশ করা হয়, রাগ বা উত্তেজনার সময় উহা পেশ করা হয় না। নামায আল্লার দরবারে পেশকৃত দরখাস্ত; উহা পেশ করিতেও আল্লার ছেফতে-রহমত ও ছেফতে-গজবের বিকাশ-নিদর্শন দেখিয়া পেশ করা বাঞ্ছনীয়।

এই হাদীছের উপর প্রশ্ন হয় যে, অগ্নি একটি নির্জীব নির্বাক বস্তু। উহা কিরূপে অভিযোগ পেশ করিতে বা এরূপ আরজ করিতে পারে? উত্তর এই যে, অগ্নি আমাদের পক্ষে নির্জীব বটে. কিন্তু আল্লাহ তায়ালার পক্ষে (Animate) বোদ্ধা, সচেতন জীব বিশেষ এমনকি যখনই আল্লার কোন আদেশ তাহার প্রতি আসে, সঙ্গে সঙ্গে সে উহাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি ও অনুধাবন করিয়া ঐ আদেশ অনুযায়ী কার্য্য সামাধা করিয়া থাকে। যেমন—কোরআন শরীফে ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ রহিয়াছে—ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের ঘটনা। যখন নমরুদ তাঁহাকে মারিবার জন্য ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল তখন সেই অগ্নির প্রতি আল্লার আদেশ পৌঁছিল—

يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ -

"হে অগ্নি! তুমি ইব্রাহীমের জন্য শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা হইয়া যাও।" (১ পাঃ ৫ রুঃ) অগ্নি আল্লার এই আদেশকে অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশ্যে পালন করিয়া দেখাইয়াছে।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, "দজ্জাল যখন আত্মপ্রকাশ করিবে তখন তাহার সঙ্গে বেহেশত নামধারী সুখ-শান্তির ব্যবস্থার একটি বস্তু এবং দোযখ নামধারী একটি অগ্নিকুণ্ড থাকিবে। দজ্জালকে যে খোদা বলিয়া স্বীকার করিবে সে তাহাকে ঐ বেহেশতে স্থান দিবে এবং যে তাহাকে খোদা বলিয়া স্বীকার করিবে না তাহাকে ঐ দোযখে নিক্ষেপ করিবে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—স্মরণ রাখিও, তাহার ঐ বেহেশতে প্রকৃতপক্ষে দোযখের ন্যায় কষ্ট ও আজাব হইবে এবং যাহারা ঐ অগ্নিকুণ্ডে

নিক্ষিপ্ত হইবে পক্ষান্তরে তাহারা ঐ স্থানে বেহেশতের ন্যায় শান্তি ও আরাম উপভোগ করিতে থাকিবে।" দেখুন—অগ্নি কত বিচক্ষণ। সে আল্লার দোস্ত দুশমন সকলকেই চিনিতে পারে; আল্লার আদেশ অনুযায়ী সে কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। মাওলানা রুমী এ বিষয়ে কি সুন্দর বলিয়াছেন—

خاک و باد و آب و آتش بندہ اند ــ با من و تو مردہ با حق زندہ اند

মাটি, বায়ু, পানি, অগ্নি ইহারা সকলেই আল্লার বন্দা; তোমার ও আমার পক্ষে ইহারা নির্জীব, কিন্তু আল্লার পক্ষে ইহারা সকলেই সজীব।

এই হাদীছের উপর আর একটি প্রশ্ন হয় যে, এখানে অধিক তাপমাত্রা ও শীতের প্রকোপের সম্বন্ধ দোযখের সঙ্গে বলা হইয়াছে, অথচ বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমরা উহার সম্বন্ধ সূর্য্যের সঙ্গে দেখিয়া থাকি। সে জন্যই সূর্য্যের গতি পথের দূরত্ব অনুপাতে ভূখণ্ডের বিভিন্ন স্থানের তাপমাণে ও সময়ে বেশকম হইয়া থাকে। ইহার উত্তর এই যে, এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে, সূর্য্য হইতেই যদি উত্তাপের বিস্তার ধরিয়া লওয়া হয় তবুও দেখিতে হইবে, সূর্য্যের মধ্যে সেই উত্তাপ কোথা হইতে আসিল? এরূপও হইতে পারে যে, জাহান্নামের সঙ্গে সূর্য্যের কোন সম্পর্ক আছে, যদ্বারা জাহান্নামের নিঃশ্বাস দুনিয়ার বুকে একমাত্র সূর্য্যের পথে ছড়াইতে থাকে। যেমন কাহাও ঘরে যদি ইলেট্রিক হিটার থাকে তবে ঐ ঘরের মধ্যে উত্তাপ একমাত্র ঐ হিটার হইতে ছড়াইতে থাকিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উত্তাপের কেন্দ্র পাওয়ার হাউসের সঙ্গে এই ঘরের হিটারের সঙ্গে একটি তারের যোগাযোগ ও সম্পর্ক রহিয়াছে, যাহার সাহায্যে ঐ পাওয়ার-হাউসের উত্তাপ এই ঘরের হিটার হইতেই বিস্তীর্ণ হয়; সুতরাং এই ঘরের বিভিন্ন অংশের তাপমাত্রা হিটারের দূরত্বের অনুপাতেই হইবে।

আর একটি বিষয় এই যে, জাহান্নামের মধ্যে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দুই প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা রাখা আছে। একটি তব্‌কায়ে-নার—অগ্নিদগ্ধের শাস্তি-কেন্দ্র; আর একটি তব্‌কায়ে-যমহরীর—ভীষণ ঠাণ্ডার শাস্তি-কেন্দ্র। উভয়টি একত্রিত নয় বরং ভিন্ন ভিন্ন। উভয়ের পরিমাণ এত বেশী যে, উহার লক্ষ্যাংশের এক অংশও সহ্য করার ক্ষমতা মানুষের হইতে পারে না, কিন্তু সেখানে মৃত্যু নাই, তাই শুধু যাতনাই হইতে থাকিবে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাস্তি হইতে থাকিবে।

اَعَاذَنَا اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَ النَّارِ۔

"আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে দোযখ হইতে রক্ষা করুন।

পাঠকবৃন্দ! এই হাদীছের ব্যাখ্যায় কয়েকটি প্রশ্নোত্তরের আলোচনা করা হইল বর্তমান যুগের রুচির প্রতি লক্ষ্য করিয়া। নতুবা আল্লার ও আল্লার রসুলের বর্ণিত বিষয়সমূহের

জন্য প্রশ্নোত্তর ও বিতর্কের পথ মঙ্গলজনক নয় এবং তর্কের দ্বারা সর্বক্ষেত্রে পূর্ণ সুরাহাও সম্ভব হয় না। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া-আখেরাতের সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্তা; প্রতিটি বস্তুর সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক অবস্থা একমাত্র তিনিই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত। তিনি যখন স্বয়ং বা স্বীয় রসুলের মারফৎ কোন বস্তুর কোন অবস্থার খবর দেন, তখন উহা নিশ্চয় নিশ্চয় পূর্ণ সঠিক হইবে, বিন্দুমাত্রও নড়বড় হইবে না। কিন্তু উহা আমাদের বুদ্ধি-বিবেকের আওতায় বাহিরেও হইতে পারে; আমাদের বুদ্ধি-বিবেকের মাত্রা যে কি তাহা বলা বাহুল্য। আল্লার সৃষ্ট মামুলী কোন বস্তু এমনকি আমরা নিজের সৃষ্টিরই কি রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিয়াছি। এ অবস্থায় আল্লার বর্ণিত সংবাদের উপর প্রশ্নোত্তর ও বিতর্ক সৃষ্টির অনধিকার চর্চা করা ঐ নির্বোধ কাকের সমতুল্য নয় কি যে কাক তাহার নগণ্য ঠোঁট দ্বারা মহাসাগরের গভীরতা পরিমাপ করিতে চেষ্টা করে? পক্ষান্তরে খাঁটি ভাবে চিন্তা করিলে আল্লার সৃষ্টি রহস্যের মহাসাগরের সম্মুখে আমাদের বিবেক বুদ্ধি ঐ পাতি কাকের ঠোঁট হইতেও নগণ্য। তাই এরূপ বিষয়সমূহে আল্লাহ ও আল্লার রসুলের খবরের বিশ্লেষণের প্রতি মাথা ঘামান উচিন নয়। হাঁ, এখানে শুধু একটি বিষয় ভালভাবে দেখিয়া লইতে হইবে যে, এই খবরটি আল্লাহ ও আল্লার রসুলের বলিয়া সঠিক ও প্রামাণিক-রূপে সাব্যস্ত আছে কি না? এ বিষয় নিশ্চিত হইলে পর আর কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করা চলিবে না। যেমন, আবু হোরায়রা (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিলেন, চন্দ্র ও সূর্য্যকে আলোহীন সাদা বস্তুর ন্যায় করিয়া দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। হাসান বছরী (রঃ) প্রশ্ন করিলেন, চন্দ্র-সূর্য্য কি পাপ করিয়াছে যে কারণে উহাদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে? আবু হোরায়রা (রাঃ) উত্তর করিলেন—

أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

"আমি তোমাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ শুনাইলাম" অর্থাৎ হাদীছ শুনাইবার পর প্রশ্নের অবকাশ কি আছে? তখন হাছান বছরী (রঃ) আর কোন শব্দ করিলেন না। (মেশকাত)

زبان تازہ کردن باقرار تو — نہ انکیختن علت از کار تو -

কোন এক কবি বলিয়াছেন—তোমার কথা শিরোধার্য্য করিয়া লওয়াই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। কারণ বা হেতু জিজ্ঞাসা করার কোন অধিকার আমাদের নাই।

৩২৮। **হাদীছ ঃ**—আবু জর গেফারী (রাঃ) বলেন, আমরা কোন এক সফরে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। মোয়াজ্জেন জোহরের আজান দিতে চাহিলে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, দ্বিপ্রহরের উত্তাপ কম হওয়ার অপেক্ষা কর। কিছু সময় পর পুনরায় মোয়াজ্জেন আজান দিতে চাহিলে তিনি ঐরূপেই অপেক্ষা